তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ

চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ

চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

প্রকাশক ঃ সুমনা তঞ্চঙ্গ্যা

প্রকাশকাল ঃ ১ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
Online Version : 30th October, 2017 AD.

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

প্রচ্ছদ ঃ নৃত্যরত একদল তঞ্চঙ্গ্যা রমনী।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মন-মনা কম্পিউটার্স,
দেবতাছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০১৮৭৬ ৬০৬ ৩১৩

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ সীবলী অফসেট প্রেস
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৮৮২

লেখকের প্রকাশিত অন্য গ্রন্থ ঃ
পাত্তুরু তুরু (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কাব্যগ্রন্থ), ২০১৪।

যোগাযোগ ঃ chandrasen2014@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

TANCHANGYA PROBAD (TANCHANGYA PROVERBS). WRITTEN BY CHANDRASEN TANCHANGYA. PUBLISHED BY SUMONA TANCHANGYA. PUBLISHED ON: 1ST APRIL, 2017 AD.

PRICE: TK. 150.00 ONLY.

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

উৎসর্গ

অকাল প্রয়াত পিতা কালন জয় তঞ্চঙ্গ্যা

ও

স্নেহময়ী মাতা রাধিক্ষু তঞ্চঙ্গ্যা'র

শ্রীচরণে।

- চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

আমার দুটি কথা

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ বিষয়ক কোন পুস্তক ২০১৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। রতিকান্ত বাবু তাঁর 'তঞ্চঙ্গ্যা জাতি' নামক পুস্তকে প্রায় ১৪০টি প্রবাদ বাক্য তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সাময়িকীতে গুটিকয় তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে তা খুবই নগন্য সংখ্যক। সাহিত্যিক লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করে 'তঞ্চঙ্গ্যা ধাঅ কধা আ মঅ দ্বি এক্কয়া শোলোক' নামে একটি পাণ্ডুলিপি বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে জমা দিয়েছিলেন বটে প্রকাশ করা হয়নি। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় যে পরিমাণ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তার সবগুলো সংগ্রহ করতে গেলে অবশ্যই সহস্রাধিক হবে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি বারোটি তালুক বা গছায় (গোত্রে) বিভক্ত। এই বারোটি গছার মধ্যে বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমার মিলে আটটি গছার (গোত্রের) সন্ধান পাওয়া যায়। এদের ভাষা দেশভিত্তিক নয়, গছাভিত্তিক চারটি ভিন্ন ভিন্ন কথ্যরূপে বিভক্ত। এই চারটি কথ্যরূপ হলো ধন্যাগছা, কার্‌রয়া গছা, মো গছা ও মংলা গছা। এই চারটি কথ্যরূপের কোনটিরই এখনো লৈখিকরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা এখনো কথ্য ভাষারূপেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। সকল প্রবাদ এই চারটি ভিন্ন ভিন্ন কথ্যরূপে কথিত হয়ে থাকে। যেমন-

কথ্যরূপ-	**প্রবাদ**
কার্‌রয়া গছা -	উবুরে উবুরে বঅ বায়্, কলগ মাদি ঠার্ ন পায়্।
ধন্যাগছা -	উয়ে উয়ে ব বাত্, কলগ মারি খব ন পাত্।
মংলা গছা -	উয়ে উয়ে ব বায়্, কলক মারি মাইত্ ন পায়্।
মো গছা -	উবে উবে ব বায়্, কলগ মারি মাইত্ ন পায়্।

এই চারটি কথ্য রূপে প্রবাদসমুহ একত্রিত করে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে গেলে বইটির কলেবর অনেক বড় হবে বিধায় এই পুস্তকে শুধুমাত্র কার্‌রয়া গছার কথ্যরূপকে আশ্রয় করে প্রবাদ সমুহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির জনসংখ্যা মাত্র দেড় লাখের মতো। এই দেড় লাখ মানুষ আবার চারটি পৃথক কথ্যরূপে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কথা বলে থাকে। এই সীমিত জনসংখ্যার মুখে মুখে প্রচলিত ভাষাতেও যে সহস্রাধিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, এরচে বড় পাওনা আর কী হতে পারে? সুতরাং তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে অবশ্যই ভাগ্যবান বলে গৌরবান্বিত করতে হয়।

‘তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ’ পাণ্ডুলিপির কাজ করতে গিয়ে আমি যাঁদের নিকট চিরঋণী- আমার স্নেহময়ী মাতা, পূজনীয় শ্রীমৎ আর্যজ্যোতি ভিক্ষু, আমার জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী শ্রদ্ধেয় প্রমেশ তঞ্চঙ্গ্যা, বাবু জ্ঞানময় তঞ্চঙ্গ্যা, পূর্ণ বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, সুপায়ন তঞ্চঙ্গ্যা, প্রেম কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও দীপেন তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়াও কিছু পুস্তক ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি যা পরিশিষ্টে তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখ করেছি। বইটি ছাপাতে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন না প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমি তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ সংগ্রহের কাজ করেছি মূলত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সেখান থেকে ‘তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ’ নামে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শুরু করি। অর্থবোধক হলেও কিছু অশ্রাব্য ও অন্য জাতি বা সম্প্রদায়কে হেয় করে এমন প্রবাদ সমুহ মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি, এখনো সকল তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। আরও কতগুলো প্রবাদ লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হয়তো আরও কয়েক শত হবে। এই পুস্তকে ৬৫০টি প্রবাদ প্রকাশ করা হলো।

‘তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ’ পুস্তকটি প্রকাশের মাধ্যমে জাতির এক অমূল্য আকর তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ সম্পর্কে যদি জাতি-বিজাতি সকলের কৌতুহল কিছুটা হলেও নিবারণ করা যায়, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

নিবেদক

চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

দেবতাছড়ি, ওয়াগ্‌গা

কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। প্রারম্ভিক আলাপন	১
২। তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ	৬
৩। পরিশিষ্ট	৬১
৪। তথ্যপঞ্জি	৬৬

প্রারম্ভিক আলাপন

এক

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি হলো বাংলাদেশে বসবাসকারী ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মধ্যে একটি। সহস্রাধিক বছর ধরে বাংলাদেশের বুকে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এই চারটি জেলায় তারা বসবাস করে আসছে। অপরদিকে মায়ানমারের রাখাইন স্টেট এবং ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যেও এদের বসবাস রয়েছে। তবে একই জাতিভুক্ত হলেও স্থানভেদে রয়েছে তাদের জাতিগত পরিচিতির ভিন্নতা। যেমন- বাংলাদেশে বসবাসকারীদের পরিচয় তঞ্চঙ্গ্যা, তবে কক্সবাজার অঞ্চলের তঞ্চঙ্গ্যাদের অনেকে 'চাকমা' পরিচয় লিখে থাকেন; ভারতের কিছু অংশের তঞ্চঙ্গ্যাগণও 'চাকমা' লিখে থাকেন এবং মায়ানমারবাসী তঞ্চঙ্গ্যাগণ 'দৈংনাক' বা 'দাইনাক' নামে পরিচিত। এছাড়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিনে ও সম্বোধন করে থাকে। যেমন- চাকমারা বলে 'তুনুঙ্যে' বা 'রোয়াঙ্যা চাঙ্মা', চট্টগ্রামী বাঙ্গালীরা বলে 'পুরান চাম্মোয়া', পাংখোয়া-লুসাইরা ডাকে 'লেংডাক' এবং মারমা, রাখাইন ও বর্মীগণ 'দৈংনাক' নামেই তাদেরকে সম্বোধন করে থাকে।

বিভিন্ন ইতিহাসবিদের চোখে তঞ্চঙ্গ্যাগণ চাকমা জাতির একটি শাখা। প্রাচীন তঞ্চঙ্গ্যাগণ বলে থাকেন তাঁরা 'আসল চাকমা' (মূলত 'আসেই' চাঙ্মা)। যোগেশ বাবুর মতে, 'এদেরকে চাক্মাদের একটা অংশ বলা হলেও, কারো কারো মতে এরা চাক্মাদের অনুসারী পৃথক একটা সম্প্রদায়ের পাহাড়ী উপজাতি মাত্র।' (যোগেশ ১৯৮৫ ঃ ১) প্রাচীন তঞ্চঙ্গ্যাগণ তাঁদের যে প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরেন, তাতে চাকমাদের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। বিশেষ করে রাজা বিজক্গ্রীর রাজ্যাভিযান (চাকমাদের ইতিহাসে রাজা বিজয়গিরি), সেনাপতি রাধামন-ধনপুদির প্রেম কাহিনী প্রভৃতি।

কিন্তু আধুনিক তঞ্চঙ্গ্যা ইতিহাসবিদগণ তঞ্চঙ্গ্যাগণকে চাকমাদের একটি অংশ হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের মতে, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, স্ত্রীলোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতিতে কিছু সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি বিস্তর বৈসাদৃশ্যও বর্তমান। এ বিষয়ে যোগেশ বাবু বলেন, 'এদের মধ্যে যে ১২টা গছা বা দল আছে, এদের মধ্যেও কথাবার্তা, স্ত্রীলোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতি-নীতি, এমন কি বিবাহাদি ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে অমিল আছে। সুতরাং চাকমাদের সাথেও তঞ্চঙ্গ্যাদের মিল নেই একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা যে এককালে একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এই কথাও অস্বীকার করা চলে না।' (যোগেশ ১৯৮৫ ঃ বইটি কেন লিখলাম)

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি সম্পাদিত 'তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা শিক্ষা' পুস্তকে বলা হয়, 'তঞ্চঙ্গ্যাদের সাতটি গছা (ধন্যাগছা, কার্‌রয়াগছা, মোগছা, মংলাগছা, লাংবাছাগছা, মেলংগছা ও অংঙ্যগছা)'র কথ্য ভাষাতে উচ্চারণগত ও টানের পার্থক্য ছাড়াও বেশ কিছু শব্দের ভিন্নতা দেখা যায়। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার সহ উচ্চারণ এবং কথার টানের ভিত্তিতে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে প্রধানত ৪টি গছা (ধন্যাগছা, কার্‌রয়া গছা, মোগছা এবং মংলাগছা)'র কথ্য ভাষা প্রচলিত । অপর তিন গছার কথা ও উচ্চারণ প্রায় মংলা গছার সাথে মিল রয়েছে বলে উল্লেখ করা যায়।' (তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা শিক্ষা ২০১৩ ঃ আমাদের নিবেদন) এ থেকে বুঝা যায় যে, তঞ্চঙ্গ্যা কথ্য ভাষাকে লেখ্যরূপ দিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন চারটি কথ্যরূপ দেয়া যায়। তবে এই চারটি কথ্যরূপের মধ্যে যেকোন একটিকে আশ্রয় করেই সাহিত্য রচনা করা উত্তম বলে মনে করি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর জনগোষ্ঠীর মতো তঞ্চঙ্গ্যাগণও মঙ্গোলীয়দের একটি শাখা। তবে তাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ান পরিবারভুক্ত। মূলত বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি ও বিকাশ। সুতরাং তঞ্চঙ্গ্যা ও অত্র অঞ্চলের ভাষাসমুহ উৎপত্তি ও বিকাশকালে তাদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সখ্যতা বা সম্পর্ক বিরাজমান ছিল, এখনো আছে। যার কারণে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সাথে চাকমা, চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষা, অহমিয়া, মনিপুরী, রোহিঙ্গা ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য বর্তমান।

অত্র অঞ্চলের অন্যান্য ভাষা সমুহের মতো তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাতেও প্রচুর পরিমাণে পালি, প্রাকৃত, বর্মী, বাংলা, আরবী, ফরাসি, পর্তুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দ যোগ হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে পূর্ণতা দান করেছে। ফলে অত্র অঞ্চলে উৎপত্তি ও বিকশিত হওয়া অন্যান্য ভাষাসমুহের সাথে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার শব্দসমুহের অংশীদারিত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি ভাষা বেড়ে উঠেছে নিজের মতো করে। প্রত্যেকটি ভাষার ব্যাকরণ রীতি, উচ্চারণ পদ্ধতি স্বতন্ত্র। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে একটি লোকের কথা ভিন্নভাষী আরেকজন লোকের কাছে অবোধ্য নয়। নিচের উদাহরণটির দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে-

বাংলা	-	আজ আমি বাজারে যাবো।
চট্টগ্রামী আঞ্চলিক	-	আজিয়া আঁই বাজারত যাইয়ুম।
চাকমা	-	এচ্যে মুই বাজারত্ যেম্।
তঞ্চঙ্গ্যা	-	আইচ্যা মুই বাচরত্ যাইন্।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির প্রাচীন লোকসাহিত্য যেমন- প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, ছড়া, গল্প, উপকথা প্রভৃতি খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য বলতে গেলে শূন্যের কৌটায়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় আধুনিক সাহিত্য রচনার কাজের শুভ সূচনা হয়েছে মাত্র। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সাহিত্য রচনাকারী গুটিকয় সাহিত্যিকদের মধ্যে

উল্লেখ করার মতো আছেন- ঈশ্বরচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

বাংলা ভাষায় শ্রী বীর কুমারের প্রচুর লেখা থাকলেও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কেবল গুটিকয় কবিতা তিনি রচনা করেছেন। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ছিলেন অনেক জনপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা গানের গীতিকার ও সুরকার। তাঁর মতো রতিকান্তও অনেক জনপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা গান রচনা করেছিলেন। এছাড়া ২০০৪ সালে 'গীতপোই' নামে তাঁর রচিত তঞ্চঙ্গ্যা-বাংলা মিশ্রিত একটি মিশ্র গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী লগ্ন কুমার ছিলেন একজন ছড়াকার, নাট্যকার, গল্পকার। ২০১৫ সালে 'ঝিঙাফুল' নামে তাঁরও একটি তঞ্চঙ্গ্যা-বাংলা গানের মিশ্র সংকলন প্রকাশিত হয়। এছাড়া তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় রচিত তাঁর অনেক মূল্যবান কবিতা, ছড়া, নাটক ও গল্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা একজন তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার কবি। বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর অনেক তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাত্তুরু তুরু' (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অনেক লেখক নিয়মিত বা অনিয়মিত তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, রন্ত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা, ফগদাঙ তঞ্চঙ্গ্যা, পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

দুই

প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন শাখা। বুৎপত্তির বিচারে প্রবাদ শব্দটির উৎপত্তি 'প্র-√বিদ্+ঘঞ' থেকে। 'প্র' উপসর্গ যোগে 'বিদ্' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে 'প্রবাদ' শব্দটি সাধিত হয়েছে যার বুৎপত্তিগত অর্থ হল- উচ্চারণ করা বা কথা বলা। 'সংসদ বাংলা অভিধান' অনুসারে, প্রবাদ বাক্য হলো 'পরম্পরাগত বাক্য, জনশ্রুতি, প্রবচন, অপবাদ/নিন্দা'। আবার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ প্রবাদ শব্দটি প্রসঙ্গে লিখেছেন- 'পরস্পর কথোপকথন, পরস্পরাভিঘাত, অনন্য স্পর্ধা, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরম্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রযুক্ত হয়।'

প্রবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Proverb'। Oxford Dictionary-তে প্রবাদের অর্থে বলা হয়েছে- 'A short, well-known saying that states a general truth or general advice'।

পৃথিবীর বুকে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত ভাষা নয়, মৃতপ্রায় ভাষাসমূহেও প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ বাক্য বিদ্যমান রয়েছে। এসব প্রবাদ বাক্য সেই সকল ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, শক্তি দান করেছে।

প্রবাদ মূলত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞার ফসল। একটি জাতির, একটি সমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে একেকটি প্রবাদের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং একটি প্রবাদ উৎপত্তি হতে সেই ভাষাভাষি জাতি বা সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন ধরে কোন একটি ঘটনার সংস্পর্শে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে হয়। সেটি হতে পারে সুখের অথবা দুঃখের। আমজনতার সেই অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে কোন এক প্রজ্ঞাবান সংক্ষিপ্ততম ভাষায়, কখনো ছন্দবদ্ধ, কখনো ছন্দোহীন উপায়ে এক বা একাধিক সত্যবাক্য আওড়িয়ে থাকেন। সেই সত্যবাক্য সমুহ হতে পারে উপদেশ, নির্দেশ, খেদোক্তি, অপবাদ প্রভৃতি। তাঁদের সেই সত্যবাক্য সমুহ কালক্রমে প্রবাদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে থাকে।

প্রবাদকে খণ্ড জ্ঞানভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। একেকটি প্রবাদ বাক্য অমৃততুল্য। যুগ যুগ ধরে জাতির জীবনের অতীতদিনের অভিজ্ঞতার পরশ পাথরে বাছাই করে তৈরি একেকটি প্রবাদ। প্রবাদে লুকায়িত আছে চিরন্তন জ্ঞানের কথা, অজানা রহস্যের কথা, আনন্দঘন হাস্যরস ও কৌতুকের কথা। প্রবাদ বাক্য যেমন আনন্দ দান করে, তেমনি আমাদের চিন্তিতও করে তোলে। আজও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ কথায় কথায় প্রবাদ বাক্য আওড়িয়ে থাকেন। প্রবাদ বাক্য তাঁদের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা একেকটি মণিখণ্ড। সময় ও প্রয়োজন অনুসারে অজস্র প্রবাদ বাক্য আওড়াতেও তাঁদের কোন বেগ পেতে হয় না।

প্রবাদ বাক্য প্রসঙ্গে ডক্টর আশরাফ বলেন, 'মানব জীবনের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবাদ ও প্রবচন পরিবৃদ্ধি লাভ করে আসছে। বিরাট বিস্তৃত বিপুল পৃথিবী নানা ধর্ম, নানা জাতি, নানা সামাজিক ও সাংসারিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ পরিবর্ধিত হয়, কাজেই তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রবাদও বহু বিচিত্র। জার্মান দেশে প্রবাদ সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ আছে : 'As the country so the proverb' -অর্থাৎ যেমন মানুষ তেমনি প্রবাদ। প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায়।'

ডক্টর ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি, ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্য দিক দিয়া আধুনিক, ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।'

তিন

মানব জাতির ইতিহাসের কোন সময় থেকে প্রবাদের উৎপত্তি সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। এটি সাহিত্যের একটি মৌলিক শাখা। প্রবাদের উৎপত্তি বিষয়ে ডক্টর ভট্টাচার্য বলেন, 'আদিম সমাজ, উপজাতির সমাজ কিংবা লোকসমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।' ডক্টর ভট্টাচার্যের এমন উক্তি মতিভ্রমের

সমতুল্য। এটি যে কোন ভাষাভাষী মানুষের পক্ষে কখনোই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা, শুধু প্রতিষ্ঠিত গুটিকয় ভাষা নয়, লোকসমাজের নিম্নতম স্তরেও উৎকৃষ্টতম প্রবাদের প্রাচুর্য রয়েছে। যেমন- সান্ধ্যাভাষায় 'চর্যাপদে', মৃতপ্রায় প্রাকৃত ভাষা পালিতে, সিলেটী বারমাসীতে, গারো, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা প্রভৃতি ভাষাতেও প্রচুর প্রবাদ সগৌরবে এখনো প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে, যে জাতির লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ সে জাতি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রবাদের সংখ্যাও প্রচুর ও উৎকৃষ্টতার অধিকারী। সুতরাং সেই বিচারে তঞ্চঙ্গ্যা জাতিও অবশ্যই উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রাখে। অন্য সকল জাতি ও ভাষার মতো তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ সমুহও তঞ্চঙ্গ্যা জাতির প্রাচীন অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি লালন করে চলেছে।

প্রবাদ শুধু একটি জাতির প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে না, বরং জাতির প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে বর্তমান সময়ের সেতুবন্ধ তৈরি করে থাকে। এসব প্রবাদের কিছু কিছু কেবল সেই নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ প্রবাদ সর্বজনীন যেগুলো ব্যবহারে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করা যায় না। সেই কারণে বিভিন্ন ভাষাভাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে একই না হলেও সমতুল্য প্রচুর প্রবাদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১) বাংলা ঃ চকচক করলেই সোনা হয় না।
English : All that glitters is not gold.
তঞ্চঙ্গ্যা ঃ খাইচ্চ্যা গুলা মিধা ধক্, খায় চালে টিদা।

২) বাংলা ঃ ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।
English : A burnt child dreads the fire.
তঞ্চঙ্গ্যা ঃ যা বাবরে কুমিরে খায়, ঘিয়ুক্ দিহিলে তে ডরায়্।

৩) বাংলা ঃ যত গর্জায় তত বর্ষায় না।
English : A barking dog never bites.
তঞ্চঙ্গ্যা ঃ যি কূরে ঘাগ্গায়, সি কূরে ন কামাড়ায়্।

পরিশেষে বলা যায়, যে কোনো ভাষার প্রবাদ (সেটি হোক প্রতিষ্ঠিত বা মৃতপ্রায়) সে জাতির প্রাচীন ইতিহাস বা অভিজ্ঞতা, রসবোধ, প্রজ্ঞা, ধীরতা, সৃজনশীলতা, কাব্যশক্তি প্রভৃতি যেমন প্রকাশ করে, তেমনি তার সমাজনীতি (কৃষ্টি), আচার প্রথা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, জাত্যপ্রেম প্রভৃতিও প্রকাশ করে থাকে।

প্রবাদমাত্র সেই জাতির উন্নত সংস্কৃতিকে লালন করে যুগযুগান্তরে শ্রুতিপরম্পরায় বেঁচে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদসমুহ তেমনিভাবে লোকমুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে, বেঁচে আছে যুগের পর যুগ। তঞ্চঙ্গ্যা জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তাঁদের প্রবাদও অকৃত্রিমভাবে বেঁচে থাকুক, ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বের আমজনতার হৃদয়ে।

তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ

১. **অক্ কথাত্ আমক্ বেচার্, গরম্ ভাদত্ খুধা বেচার্।**
অথবা, **অক্ কথাত্ আমক্ বেচার্, গরম্ ভাদত্ খুধা বেচার্।**
সত্য কথায় সকলে বিস্মিত ও অখুশি হয় এবং গরম ভাতে বিড়াল বেজার হয়।

২. **অকবাল্যা যিন্দি যায়, দুইয্যা পানিয়্য শুআয় যায়।**
অথবা, **নাই কবাল্যার্ নাই, মেজ্জানত্ গেলেয়্য নাই।**
অভাগা যেদিকে যায়, সাগরের জলও শুকিয়ে যায়। অথবা, নাই কপালের নাই, মেজবানে গেলেও নাই।

৩. **অধত্ ন থালে পধত্ কুধি পাবার্?**
কোন জিনিস যথাস্থানে না থাকলে অন্যত্র পাওয়াও দুষ্কর।

৪. **অনাচার্ দেশত্ দুনিয়া সংসারান্ ঘিলা পারা লাএ।**
অনাচারী দেশে থাকলে জগত সংসার ঘিলার মতো ছোট মনে হয়।

৫. **অপধ ধন্ পানিত্ যায়।**
পাপের পথে অর্জিত ধনের কোন উচিত মূল্য থাকে না।

৬. **অবুশারে বুশানা, কানারে আনা দেহানা সং।**
অবুঝকে বোঝানো অন্ধকে আয়না দেখানোর সমান।

৭. **অবুশারে বুশাবে কধক্ বোইত্ ন মানে,**
ঢিঙিরে লাইট্ঠ্যাবে কধক্ নিত্ত ধান্ ভানে।
অঘা মূর্খকে সহস্রবার বুঝালেও লাভ হয় না আর ঢেঁকিকে যতই লাথি দেবে ততই এটি ধান ভানবে।

৮. **অমুগত্তুন্ যুনি লাইত্ থাইদ, কূর্রআয়্য ধুদি পিনি বেড়াইদ।**
নির্লজ্জ লোক কুকুরের সমতুল্য

৯. **আইচ্ছ্য তমা আওসে, যাবা আমা আওসে।**
(গৃহস্থ অতিথিকে বলে) এসেছেন নিজের ইচ্ছায়, যাবেন আমাদের ইচ্ছায়।

১০. **আইচ্যা বড়া কাইল্যা ছ, চিয়াক্ চিয়াক্ কুড়াহ্ ছ।**
আজকের ডিম তো কালকের বাচ্চা, চিঁক চিঁক মুরগির বাচ্চা। অর্থাৎ স্বল্প সময়ে কখনো জ্ঞান পরিপক্ক হয় না।

১১. আইনে পালে বাবরেয়্য ন ছাড়ে।

আইন কখনো বাপকেও ছাড়ে না। অর্থাৎ, আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়।

১২. আওসে পালে বাবরেয়্য বেয়াই ডাএ।

ইচ্ছাশক্তি বাপকেও বেয়াই ডাকে। অর্থাৎ, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

১৩. আওইন্ পআলে ধুমায়ক্ক খা/সআ পড়ে।

আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়ার জ্বালাও সহ্য করতে হয়। অর্থাৎ, কষ্ট বিনা কোন কাজেই সফলতা অর্জিত হয় না।

১৪. আওইন্ পানিল্লোই জিদ্-বাদ্ ন গরোক্।

অগ্নি ও জল এই দু'য়ের সাথে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠা অনুচিত।

১৫. আওইনত্ দিলে মরা শুনিবাক্ক তিন্ পাক্ খায়্।

আগুনে দিলে মৃত শুটকিও তিন পাক খায়। অর্থাৎ, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সকলে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

১৬. আঁউলত্ বাসিয়্য ঘু আসে।

আঙুলে লেগেও মল বের হয়। অর্থাৎ, জগতে কাউকে তুচ্ছ ভাবতে নেই।

১৭. আগে গেলে বাএ খায়্, পিছে গেলে সনা পায়্।

আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়। অর্থাৎ, বিপজ্জনক কাজে সবার আগে যেতে নেই।

১৮. আঙুল্লয়া দেহালে পাইত্ টেঞা লাএ।

আঙুলটি দেখালেও পাঁচ টাকা লাগে। অর্থাৎ, তুচ্ছ ব্যাপার থেকে মহা কেলেঙ্কারির উৎপত্তি হয়।

১৯.আঞেদে মাইঞ্ লাইত্ নে দেহেদে মাইঞ্ লাওইত্?

মল ত্যাগকারীর লজ্জা, নাকি যে তা দেখে তার লজ্জা? অর্থাৎ, প্রয়োজনের তাগিদে কারো লজ্জা-ভয় থাকা উচিত নয়।

২০. আড়া বাইট্ ক্য ওই পুলে দুখ্ পায়্।

অথবা, **বাড়াবাজ্যা বেইত্ উলে দুখ্ পা পড়ে।**

বাড়াবাড়ি রকমের কোনো আচরণই কল্যাণকর নয়।

২১. আদা শুআয়্ ঝাল্ থায়্।

অথবা, **আদা শুআয়্ গেলেয়্য ঝাল্ ন কমে।**

আদা শুকিয়ে গেলেও ঝাল কমে না। অর্থাৎ, বৃদ্ধ বয়সেও গুণী মানুষের তেজ কমে না।

২২. আদিং কামে নাই কাম্।
অতি কাজে নাই কাজ। অর্থাৎ, কাজের চাপ বেশি পড়লে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হয়।

২৩. আদিং কিবায়্ নাই কিবা।
অতি আদরে নাই আদর। অতি আদরের জিনিস নিজের হাতেই নষ্ট হয়।

২৪. আদিং চদগে বান্তর পুন্।
অতি সাজগোজে বাঁদরের পোঁদ। অর্থাৎ, অধিক সাজগোজে কুশ্রী দেখায়।

২৫. আদিং চালাগে ইচা কবালত্ ঘু।
অতি চালাকে চিংড়ির কপালে মল। তুলনীয় ঃ অতি চালাকে গলায় দড়ি।

২৬. আদিং চিদায়্ পাঅল্পারা।
অতি চিন্তায় পাগলপ্রায়।

২৭. আদিং পুন্ডিচে পধ কুরে আঁ (আঙা) পড়ে।
অতি পণ্ডিতে পথের ধারে মলত্যাগ করতে হয়।

২৮. আদিং বাউনিয়ে মূ পড়ে।
অতি প্রশংসায় মুখ পড়ে। অর্থাৎ, অতি প্রশংসায় মানুষের চরিত্র নাশ হয়।

২৯. আদিং লেয়াঙে গসঙত্তেল্ বাম্মা কিবা ঝি,
তে চালেয়্য ন দিব, তে চালেয়্য ন দিব, তে লুব নেহি?
অতি আদরের কন্যাকে সম্প্রদান করতে পিতা-মাতা সর্বদা চিন্তিত থাকেন। এ কারণে তাঁরা সর্বদা সুপাত্রের সন্ধান করে বেড়ান। এজন্য লোকেরা কটুকথা শোনাতেও কার্পন্য করে না।

৩০. আদিং লোভে মুসুঙে ভাক্খআয়ক্ক হ্ারা পড়ে।
অতি লোভে সম্মুখে রক্ষিত ভাগের অংশও হারাতে হয়।

৩১.আদুরী নায়া মাইঞ্ছুত্তুন্ কমলে লাইত্-শরম্!
দুচ্চরিত্রের আবার কিসের লজ্জা-শরম!

৩২. আবিদ্ বানে রাচারেয়্য চশায়্।
পশ্চাতে রাজাকেও রটনা করে।

৩৩. আমনত্তুন্ ন থালে দুনিয়া সংসারানদ নাই।
নিজের না থাকলে জগতে কারোর নেই।

৩৪. আদ্ধানত্তুন্ বিয়ৈন চেদ্।
অদক্ষ লোকেরভ বেশি জাহির করে থাকে।

৩৫. আমনর্ আন্দাইত্ পাঅলেয়্য বুশে।
আপন আন্দাজ পাগলেও বুঝে।

৩৬. আমনর্ বুদ্ধি সনা, পরেয়া বুদ্ধি রাং,
পাড়াল্যা কধা ধুরি গাছত্ উদি থাং।
নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিই সর্বোত্তম, তা কখনো তুচ্ছ ভাবতে নেই। বরং পরের বুদ্ধিতে চলতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

৩৭. আল্স্যা কধা কয়্, কাম্মআয়া কাম্ ধুনে।
অলস ব্যক্তি কপালকে দোষারোপ করে, কিন্তু কর্মঠ লোক আপনার কর্মেই ব্যস্ত থাকে।

৩৮. আল্স্যাত্তুন্ পীড়া বেইত্, নিচিদাত্তুন্ ঘুম্ বেইত্।
অলস ব্যক্তির শরীরে রোগ বেশি হয়, আর চিন্তাহীনের ঘুম বেশি হয়।

৩৯. আল্স্যাত্তুন্ ভাত্ ন মিলে।
অলস ব্যক্তির ভাত জুটে না।

৪০. আলুএ কুক্কুদায়্ নে কুচুএ কুক্কুদায়্দে?
যার দায়িত্ব সে পালন না করলে, অন্য কারও দ্বারা তা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়না।

৪১.আসদে ন গুরিত্, রাদদক্ক ন পুড়িত্।
অপচয় করো না, অভাবেও পড়ো না।

৪২. আয়্ বুশি খা, মুসুঙানি চা।
আয় বুঝে খাও, ভবিষ্যতও চাও। তুলনীয় ঃ আয় বুঝে ব্যয় কর।

৪৩. ইক্কিনা দিনত্ গরুন্যাত্থুন্ খাউন্যা বেইত্।
বর্তমান যুগে কর্মীর চেয়ে খাদক বেশি।

৪৪. ইন্দি গেলে মাইট্ মাইট্ এহ্রা এহ্রা,
উন্দি গেলে মাইট্ মাইট্ এহ্রা এহ্রা।
এদিকে গেলেও মাছ-মাংস খুঁজে আর ওদিকে গেলেও মাছ-মাংস খুঁজে। অর্থাৎ, কাউকে আপন করতে না পেরে যে ঘরে যায় সেই ঘরের প্রশংসা করে বাকী সবার বদনাম করা।

৪৫. ইহিম্ ভক্তিয়ে তআলে দিরিয়ে উলেয়্য কবালত্ জুদে।
একাগ্র চিত্তে সাধনা করলে কর্মে সাফল্য আসবেই।

৪৬. উচান্যা ছেপ্ ফেলালে নিজ গেয়াত্ আয়্ পড়ে।
ঊর্ধ্বমুখী ছেপ ফেললে তা নিজের গায়ে এসে পড়ে। অর্থাৎ, যথাযথভাবে কাজ না করলে তার প্রতিফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়।

৪৭. উচু আঁউলে ঘিয়ুক্ ন উদে।
অথবা, **উচু আঁউলে ঘিয়ুক্ ন উদিলে আঁউল্ বেঞা গরা পড়ে।**
সোজা আঙুলে ঢেউ না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হয়।

৪৮. উচু কবালত্ ছাদি, বেঞা কবালত্ লাধি।
সহজ-সরল লোকের কপালে ছাতা জোটে আর কুটিল লোকের কপালে জোটে লাথি।

৪৯. উনা কুমত্ দুনা আবাইত্।
খালি কলসী বাজে বেশি। তুলনীয় ঃ শূন্য কলসী বাজে বেশি।

৫০. উনা দিলে দুনা পায়্।
স্বল্প দানে অধিক পূণ্য।

৫১. উনা ভাদে দুনা বল্, বেইত্ খালে রসাত্তল্।
উনা ভাতে অধিক বল, বেশি খেলে রসাত্তল।

৫২. উন্তর্ দিহিলে বেলেত্তুন্ নক্কুনি বাড়ে।
অথবা, **মানোইত্ দিহিলে নাবিদত্তুন্ নক্কুনি বাড়ে।**
ইঁদুর দেখলে বিড়ালে নখে সুড়সুড়ি লাগে। অথবা, মানুষের চুল দেখলে নাপিতের নখে সুড়সুড়ি লাগে।

৫৩. উন্তর পরাণে বারমাইত্!
ইঁদুরের আবার বারোমাস! তুলনীয় ঃ ইঁদুর চিনে না ভগবৎ পুঁথি।

৫৪. উবার্ উলে এক্ বিয়ৈচ্যা জাহাত্তুন অয়্,
নুবার্ উলে গদা পিথিমি মাদিয়ান্ দিলেয়্য নয়্।
ভাগ্য সহায় থাকলে এক বিঘত পরিমাণ জায়গায় চাষ করেও কোটিপটি হওয়া যায়, আর ভাগ্য সহায় না থাকলে পুরো পৃথিবী চষে ফিরলেও যে ফকির সে ফকিরই থেকে যায়।

৫৫. উবুরে উবুরে বঅ বায়্, কলগ মাদি ঠার্ ন পায়্।

উপরে উপরে বাতাস বয়, সমতলের মাটির টের পায় না। অর্থাৎ, দুর্বলেরা যা সামাল দিতে হিমশিম খায়, সবলদের কাছে তা তুচ্ছ ব্যাপার।

৫৬. উরিঙ সমারে চঙরাঅ দুমুড়ন্।

হরিণের সাথে চামরিও দৌড়ায়। অর্থাৎ, একের দৌড়ে পাশে থাকা অন্যেরাও দোঁড়ায়।

৫৭. উরিঙে পাদি উরিঙে ডরায়্।

হরিণে পোঁদ দিয়ে হরিণই ডরায়। অর্থাৎ, নিজের আদেশ বা নির্দেশ কেউ পালন না করলে তা নিজেকেই পালন করতে হয়।

৫৮. উল্লয়া গুতিয়ে দুখ্ পায়্।

গুরুজনদের আদেশ বা উপদেশ না মানলে বিপদে পড়তে হয়।

৫৯. এক্ কধা কুলে সাত্ কধা মনত্ উদে।

একটি কথা বলতে গেলে সাতটি কথা মনে আসে। অর্থাৎ, কথার পিঠে কথা চলে আসে।

৬০. এক্ কুবে গাইট্ ন ছিনে।

এক কোপে গাছ খণ্ডিত হয় না। অর্থাৎ, কোন জিনিস কিনতে গেলে বারবার দরদাম করতে হয়।

৬১. এক্ খিলি পান্ খায়্ পান আমুলি চদায়্ ন পারে।।

এক খিলি পান খেয়ে পান ভোজনে অভ্যস্ত বলা যায় না।

৬২. এক্ খিলি পান্, হ্াজার্ টেঞা মান্।

এক খিলি পান, হাজার টাকার মান। অর্থাৎ, আন্তরিকতার মূল্য অপরিমেয়।

৬৩. এক্ খেদে তুলে, আর এক্ পুদে তুলে।

একটি পরিবারকে হয় ক্ষেত-খামার নয়তো পুত্রেরা উদ্ধার করে।

৬৪. এক্ দিন্যা উলে গর্ররয়া, দ্বি দিন্যা উলে ঘুর্ররয়া, তিন্ দিন্যা উলে জার্গয়া।

এক দিনের হলে অতিথি, দুই দিনের হলে গৃহস্থী, তিন দিনের হলে অসভ্য। অর্থাৎ, কোথাও গেলে সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে নেই।

৬৫. এক্ নঅ মাছত্তুন্ এক্খয়া মাইত্ পঁচা উলে ব্যাক্ মাইচ্ছুন্ পঁচা।

এক নৌকা মাছ থেকে একটি মাছ পঁচা হলে বাকী সব মাছও পঁচা। অর্থাৎ, একের দোষে দশের সম্মান হানি ঘটে।

৬৬. **এক্ পাঅলর্ পরান্ যায়্, সাত্ পাঅলে গরন্ পেয়্য।**
এক পাগলের প্রাণ যায়, সাত পাগলে করে আনন্দ।

৬৭. **এক্ পুন্ডিচে কাট্টল্ খায়্, ববায়া মুঅত্ আঠা।**
এক পণ্ডিতে কাঁঠাল খায়, বোবার মুখে আঠা। অর্থাৎ, একের দোষ অন্যের উপর চাপানো।

৬৮. **এক্ মুগে ঝাদি ভাত্, দ্বি মুগে দিরিয়ে ভাত্, তিন্ মুগে কবালত্ হ্াত্।**
অথবা, **এক্ মুগে ভালা খা, দ্বি মুগে কধা খা, তিন্ মুগে লাধি খা।**
এক স্ত্রীতে ত্বরা ভাত, দুই স্ত্রীতে দেরীতে ভাত, তিন স্ত্রীতে কপালে হাত। অর্থাৎ, বহুবিবাহ অশান্তিদায়ক।

৬৯. **এক্ লেশা ঝড়ে বারিষা ন যায়্।**
এক পশলা বৃষ্টিতে বর্ষাকাল শেষ হয় না। তুলনীয় ঃ এক মাঘে শীত যায় না।

৭০. **এক্ হ্াদে তালি ন বাজে।**
এক হাতে তালি বাজে না।

৭১. **এক্খয়া উলে কাড়াকাড়ি, দ্বিবা উলে ঠেলাঠেলি, তিন্নয়া উলে মারামারি।**
[সন্তান-সন্ততি] একটি হলে কাড়াকাড়ি, দুটি হলে ঠেলাঠেলি, তিনটি হলে মারামারি।

৭২. **এক্খয়া মুরাত্তুন্ আরক্খয়া মুরা অচল্ দেহা পায়্দে, খায়্ চালে না কোই পারে।**
স্বাভাবিক দৃষ্টিতে একটি পাহাড়ের চেয়ে আরেকটি পাহাড় উচ্চ মনে হয়, সেখানে উঠলেই সত্যকে বুঝা যায়।

৭৩. **এক্খয়া শিলত্ এক্খয়া কাঁড়া।**
একটি পাথরের নিচে একটিমাত্র কাঁকড়া। অর্থাৎ, যার যার মতাদর্শে অবিচল থাকা।

৭৪. **এগাড়ি ধানত্ দ্বি আড়ি চবা, বান্তরি নাচের্ থবা থবা।**
এক আড়ি ধানে দুই আড়ি ভুসি, বাঁদরি নাচে কোমড় বাঁকিয়ে। একের ক্ষতিতে অন্যের আনন্দ প্রকাশ বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

৭৫. **এরাহ্ খায়া বাঅ ডরে চিত্ খায়া বাঘ্ লাক্ পায়্।**
মাংসভোজী বাঘের ভয়ে পালাতে গিয়ে কলিজাভোজী বাঘের সাক্ষাত পাওয়া। অর্থাৎ, কারো ভয়ে পালাতে গিয়ে তারও বেশি ভয়ঙ্কর লোকের সাক্ষাত পাওয়া।

৭৬. **এরাহ্ খায়া বাএ ঘাইত্ খায়্ ন বাচন্।**
মাংসাশী বাঘ ঘাস খেয়ে বাঁচে না।

৭৭. **এরেয়া মিধা চিক্কো ছড়ায়্।**
অতি মিষ্টিও মুখরোচক নয়।

৭৮. **এহা বাশে বাইট্ নয়্, এহা গাইছে ঘর্ নয়্।**
একটি বাঁশে বাঁশঝাড় হয় না, একটি গাছে ঘর হয় না।

৭৯. **এয়ালা ভাই ভাই নয়্, এয়ালা কাম্ময়া কাম্ময়া নয়্।**
একা ভাই ভাই নয়, একা কর্মী কর্মী নয়। অর্থাৎ, একক প্রচেষ্টায় বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া যায় না।

৮০. **এয়াল্যা চাইত্ ন গুইল্যে ভালা-মন্দ ন বুশে।**
নিজের হাতে না করলে কোন কাজের ভালো-মন্দ বুঝা যায় না।

৮১. **ওইত্ গরেদে গঙদত্ উম কুড়াহ্ ঘুঅ মিধা ধক্ লাএ।**
খাওয়ার তীব্র বাসনা থাকলে ডিমে তা রত মুরগীর মলও মিঠাইয়ের মতো মনে হয়।

৮২. **ওইত্ দিলে বেলে জিয়ালে, বোইত্ দিলে বেলে মরালে।**
হুঁশ দিলে তো বাঁচালে, বোঝ দিলে তো মরালে।

৮৩. **ওজন বাড়া ভোজন্ গুরি ন পারে।**
সাধ্যে অতিরিক্ত কিছুই করা যায়না।

৮৪. **ওসোলে মরোক্, তহ্ বুয়্যে ন মরোক্।**
কোন কাজে কঠোরতর না হয়ে সহজতর উপায়ে অল্প অল্প করা উত্তম।

৮৫. **ওহৈন মাধা আল্স্যাত্তুন্, রাইজ্য গপ্ফানি ফাত্তয়াত্তুন্।**
আলস্যের মাথায় উঁকুন আর যাযাবরের মাথায় কখনো গল্পের অভাব হয় না।

৮৬. **ওহৈনে বেলে এক্ রাইদে সাত্ গুধি বেড়ান্।**
পরিবারের কারও মাথায় উঁকুন থাকলে বাকী সকলের মাথায়ও দুয়েকটা উঁকুন হয়। অর্থাৎ, পরিবারের কারও রক্তদোষ থাকলে অন্য সদস্যরাও তার কানাকড়ি পেয়ে থাকে।

৮৭. **কলা/খঁআ পিঢা পআয়্ খায়্, মুঅ পিঢা বুড়ায়্ খায়্।**
কলাপিঠা শিশুরা খায়, কথার পিঠা বুড়োরা খায়। অর্থাৎ, যৌবনে যে বীরপুরুষ, বার্ধক্যে সে উপদেষ্টা বই আর কিছু হতে পারে না।

৮৮. **কঁআ কুরে মত্তন্ পানি খায় ন পায়্।**
কুয়া খননের সাথে সাথে পানি পান করা যায় না। অর্থাৎ, কাজের সাথে সাথেই ফলাফল পাওয়া যায় না।

৮৯. **কধারে যাবেত্ টানে সাবেত্ লাম্বা অয়্।**
কথাকে যত টানে, তত লম্বা হয়। অর্থাৎ, বিবাদ থেকে বিবাদের সৃষ্টি হয়।

৯০. **কধায়্ কধায়্ বেল্ যায়্, বেয়াই বেয়াইনির্ ভাত্ নাই।**
কথায় কথায় সময় যায়, বেয়াই বেয়াইনির ভাত নাই। অর্থাৎ, বেয়াই বেয়াইনির দেখা হলে নানান গল্পে গল্পে সময় চলে যায়, সেই সাথে খাওয়ার সময়ও চলে যায়।

৯১. **কবা সেরে বগা।**
কাকের মাঝে বকও থাকে।

৯২. **কবাল বাড়া কিয়ে নাই।**
ভাগ্যের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না।

৯৩. **কবালত্ থালে এড়ায়্ ন পারে।**
কপালের লিখন যায় না খন্ডন।

৯৪. **কবালান্ উয়্যেদে দুক্খ্যা, মুআন্ উয়্যেদে সুক্খ্যা।**
মন্দভাগ্য হওয়া সত্ত্বেও সবাই সুখের আশা করে।

৯৫. **কবাল্যার্ যায়্ ধনেত্তিন্, অকবাল্যার্ যায়্ জনেত্তিন্।**
ভাগ্যবানের ক্ষতি হয় ধনে, আর অভাগার ক্ষতি হয় জনে।

৯৬. **কর্মত্থুন্ ধর্ম বড়।**
কর্মের চেয়ে ধর্ম বড়।

৯৭. **কর্মফল্ ভুগা পড়ে।**
অর্থাৎ, **কর্মফল্ বেধায়্ ন যায়্।**
কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। তুলনীয় ঃ কপালের ভোগ ভুগতেই হয়।

৯৮. **কলা-কুচ্চ্যাল্ কি মিধা, সিত্তুন্ বেইত্ তে মিধা।**
কলা-ইক্ষু কি মিঠা, তার চেয়েও সে মিঠা! অর্থাৎ, অত্যন্ত কৌশলী ব্যক্তি।

৯৯. **কা গরু কন্না চড়ায়্?**
কার গরু কে আর চড়ায়? অর্থাৎ, সকলে যার যার ধান্দায় ব্যস্ত।

১০০. **কাইন্যা কুরে ঘর্, নিত্য ডর্ভর্।**
খাড়া পাহাড়ের পাড়ে ঘর, নিত্য ডর-ভর। অর্থাৎ বার্ধক্যে উপনীত হলে মানুষের মৃত্যু ঘন্টাও সর্বদা বাজতে থাকে।

১০১. কাঁড়া গাদ পানি পন্, ইচা গাদ পানিত্ রং।

কাঁকড়ার গর্তের জল পরিচ্ছন্ন এবং চিংড়ির গর্তের পানি ঘোলা হয়। অর্থাৎ, কাজ দেখে মানুষের চরিত্র চেনা যায়।

১০২. কানা গরুরে খদা রক্খা গরে।

অন্ধ গরুকে খোদা রক্ষা করে।

১০৩. কানারে লুধিক্ ধরায় দেনা।

অন্ধের হাতে যষ্টি তুলে দেয়া। অর্থাৎ, নিজের বুদ্ধিতে কোনো কিছু না করে শুধু পরের বুদ্ধিতে কেউ চললে, তাকে তিরস্কার করতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

১০৪. কানায়ক্ক চুঅত্ বিনাং খায়।

কানা/অন্ধও চোখে আঘাত পায়।

১০৫. কানায়ক্ক সন্দর্ তআয়, আদুরক্ক রণে গির্গিরায়।

অন্ধও সুন্দর খুঁজে, আতুরও রণে কাঁপে।

১০৬. কানেত্তে মানৈচ্ছআ হ্াসেত্তে, বড়া খলা মাএত্তে।

খুশিতে না দিলে জোর করে কোন কিছু আদায় করতে হয়।

১০৭. কানেদে পআয় দুধ্ খায় পায়্দে নে ন কানেদে পআয় দুধ্ খায় পায়্দে?

কান্নারত শিশু দুধ পায় নাকি শান্ত শিশু দুধ পেয়ে থাকে? অর্থাৎ, আবেদন না করলে সাহায্যও মিলে না।

১০৮. কাম্ কি হ্াদে গরে নে বেলে গরেদে?

কাজ কি হাতে করে, নাকি সময়ে করে?

১০৯. কাম্ কি ধাবে শিয়ায়, না বাবে শিয়ায়?

কাজ কি ইচ্ছাশক্তি শিখায়, নাকি বাপে শিখায়?

১১০. কাম্- চুএ ডরায়, হ্াদে ঘিনে, গুইল্যে গুরি ফুরায়।

কাজকে চোখে দেখলে ভয় করে, হাতে করতে ঘৃণা লাগে কিন্তু করলে করা যায়।

১১১. কাম্ বেইত্ পুলে মুরিবার্ পত্থান আচিক্ ন পায়।

কাজের চাপ বেশি হলে মরণের পথও খুঁজে পাওয়া যায় না।

১১২. কাম্ শত্তুর্ গুইল্যে ফুরায়, মানৈত্ শত্তুর্ মুইল্যে ফুরায়।

কাজ শত্রু করলে শেষ, নর শত্রু মরলে শেষ।

১১৩. কামত্ দুআদি পুলে এক্‌দিন্ গেলে এক্ যুগ্ যায়্।
কাজের চাপ বাড়লে এক মুহূর্তও হেলায় যেতে দেয়া অনুচিত।

১১৪. কামায়া ধন্ খায়্ ফুরর্, মুসুঙে খাবার্ কি গরর্?
অর্জিত ধন শেষের পথে, ভবিষ্যতের জন্য কী করেন?

১১৫. কাম্মআয়ার্ দিন্নআ বাটি, আল্‌স্যার্ দিন্নআ লাম্বা।
ব্যস্ত থাকলে সময় কখন কেটে যায় টের পাওয়া যায় না।

১১৬. কারিগুজ্যা ঘরান্ ভাঁ ঘর্, বুইদ্দুয়া ঘরত্ রাঙা/লাম্বা জ্বর্।
কারিগরের ঘর ভাঙা হয়, আর কবিরাজ বা বৈদ্যের ঘরে দীর্ঘ সময় ধরে অসুখ লেগে থাকে। অর্থাৎ, পেশাজীবীরা অপরের সেবা করতে গিয়ে নিজের পরিবারের সেবা করার ফুসরত পায় না।

১১৭. কালা বেলে ভালা, রাঁসা উলে জ্বালা।
বৈবাহিক ক্ষেত্রে পাত্রী বাছাইয়ের বেলায় রমনীদের মধ্যে শ্যামবর্ণা রমনীই উত্তম, ফর্সা রমনী সকলকে আকর্ষণ করে থাকে। ফলে বিভিন্ন সমস্যার উৎপত্তি ঘটে। প্রাচীনেরা উদাহরণ স্বরূপ রাম-সীতার দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

১১৮. কালে শূড়ি, অকালে বৌ।
কালে শাশুড়ী, অকালে বৌ (পুত্রবধু)। অর্থাৎ, সময়ে উপদেষ্টা, অসময়ে উপদেশ গ্রহীতা।

১১৯. কায়া গর্‌রয়া ভদর (ফাঁউস) বাইত্, দূর গর্‌রয়া ফুল বাইত্।
প্রতিবেশি মেহমানের চেয়ে দূরের মেহমানের প্রতি বেশি কদর থাকে।

১২০. কায়া থালে মন্ পুড়ে, দূরত্ গেলে কিরিং গরে।
কাছে থাকলে পুড়ে মন, দূরে গেলে ঠনঠন।

১২১. কি মুনিচ্ছর্ কি ছাদআ, যা পআ তার্ কিবা।
কি মানুষ, কি পশু- সন্তানের প্রতি সবারই মায়া থাকে।

১২২. কিবা পআরে ডাইনে খায়্।
আদরের সন্তানকে ডাইনী খায়। তুলনীয় ঃ অতি আদরে সন্তান নষ্ট।

১২৩. কিবিন্যার্ ধন্ উইপুগে খান্।
কৃপনের ধন উইপোকায় খায়। বা, কৃপনের ধন ফকিরে খায়।

১২৪. কিয়ে রাচা ঘরত্ যায়্নেয়্য দুখ্ পান্,
কিয়ে ফোয়ের ঘরত্ যায়্নেয়্য সুখ্ পান।
কেউ রাজার ঘরে বিয়ে দিলেও কষ্ট পায়, আবার কেউ ফকিরের ঘরে বিয়ে দিলেও সুখ পায়। অর্থাৎ, কার ভবিষ্যত কেমন কেউ বলতে পারে না।

১২৫. কুইয়ারে কুইয়াত্তেল্ দি ভাজে।
কৈ মাছকে কৈ মাছের তেল দিয়ে ভাজে।

১২৬. কুবা বুঅ শাইত্, কুবা পিঢ শাইত্? ব্যাক্খুনে দ নিজ এহ্রা লো।
কোনটি বুকের মাংস আর কোনটি পিঠের মাংস? সবাই তো নিজের রক্ত-মাংস। অর্থাৎ, সব সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দরদ সমান।

১২৭. কুলি দিন্যা/যুঅ পঅা, মাডিত পুইল্লে লঅা।
কলি যুগের সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া মাত্র সবকিছু বুঝতে পারে।

১২৮. কুলি যুঅত্ সুইত্য নাই।
কলি যুগে সত্য নেই।

১২৯. কুলিন্দ্র-ব ভেড়া এহ্রা খা যানা।
কুলিন্দ্রবাপের ভেড়ার মাংস খেতে যাওয়ার সমতুল্য। অর্থাৎ, কোন শুভ কাজে দেরী করে ফেলা।

১৩০. কুলে কয় কয়, ন কুলেয়্য নয়্।
উচিত কথা বললেও বলে বলছে আর না বলেও থাকা যায় না।

১৩১. কুলে সি মাইঙ্কে বেচার্, ন কুলেয়্য আমনর্ ক্ষতি।
বললে সেই মানুষে বেজার হয়, আর না বললে নিজের ক্ষতি হয়।

১৩২. কূর ননেয়া মুঅত্ লিয়ান্, মুগ ননেয়া লাঙর্ পরান্।
কুকুর ভালবেসে মুখ চেটে দেয়, আর পত্নী ভালবেসে হৃদয় জুড়িয়ে দেয়।

১৩৩. কূর উম্ ছাই কুঙত্, পঅা উম্ মা-বাব কড়ত্।
কুকুরের সুখ ছাইয়ের স্তুপে আর শিশুর সুখ মাতৃক্রোড়ে।

১৩৪. কূর পেদত্ ঘি ন সএ।
কুকুরের পেটে ঘি সহে না। অর্থাৎ যে যা হজম করতে পারে না, তার তা ভোজন করা উচিত নয়।

১৩৫. কূরে ন চিনে দুখ্, মাইঞ্ছে ন চিনে সুখ্।
কুকুরে চিনে না দুঃখ আর লোকে চিনে না সুখ।

১৩৬. কূরে ন ছাড়ে ছাই, ভায়্যে ন ছাড়ে ভাই।
কুকুর না ছাড়ে ছাই, ভাইকে ছাড়ে না ভাই। তুলনীয় ঃ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

১৩৭. কেচ্ছ কুইত্তে সাপ্ নিয়িরে।
কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়। তুলনীয় ঃ কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

১৩৮. কোই জানিলে কধা, কোই ন জানিলে গাল্।
কইতে জানলে কথা, না জানলে হয় গাল।

১৩৯. খদায় পেড্ দিয়্যে কুলে ভাদক্ক দিবদে কধা।
খোদা পেট দিয়েছে যখন ভাতও দিবে।

১৪০. খর জ্বালাত্ ঘর্ ছাড়িলুং, তেদোই গাছ তলাত্ ঘর্।
টকের জ্বালায় ঘর ছাড়লাম, তেতুল গাছের নিচে ঘর।

১৪১. খাইচ্চদ গুতিয়ে মুরি পায়্।
কর্মদোষে মরতে হয়। তুলনীয় ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল।

১৪২. খাইচ্যা গুলা মিধা ধক্, খায়্ চালে টিদা।
যে ফল সুমিষ্ট মনে হয়, খেলে তত কটু হয়।

১৪৩. খাউন্যাত্তুন্ রাউন্যা ন কুলায়্।
ভক্ষকের গোটা রাজ্যের ধনও কুলায় না।

১৪৪. খাং খাং মাইঞ্ছুত্তুন্ গেয়া নাই, ধাং ধাং মাইঞ্ছুত্তুন্ জাহা/বোইত্ নাই।
খাই খাই লোকের স্বাস্থ্য নেই এবং যাযাবর লোকের সম্পদ নেই।

১৪৫. খাং ন খাং ভুলাং মা, আধ্ সের্ চোলো ভাত্ খাং।
অরুচিতে ভুলাংমা আধসের চালের ভাত খায়। অর্থাৎ, অরুচি হলেও অতি ভোজনে যার স্বভাব।

১৪৬. খাজানাত্থুন্ বাজানা বেইত্।
খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

১৪৭. খানা ডাঁঅর্ মাইঞ্ছুত্তুন্ রাচা ধনানক্ক ন কুলায়্।
ভোজনপ্রিয়দের কাছে রাজ্যের সকল ধনও কুলায় না।

১৪৮. খানাত্তুন্ আঁ'না (আঙানা) আঙাত্যা।

খাওয়ার চেয়ে তা মলত্যাগ করা কষ্টকর। অর্থাৎ, ধার/ঋণ নেওয়ার চেয়ে তা পরিশোধ করা কষ্টকর।

১৪৯. খাবার্ আগে আঞিবার্ চিদা।

খাওয়ার আগে মলত্যাগের চিন্তা! তুলনীয় ঃ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

১৫০. খাবার্ উলে নিজে যোক্, চাবার্ উলে নেনা দোক্।

খেতে চাইলে নিজে যাও, নমুনা চাওয়ার থাকলে কাউকে পাঠাও। অর্থাৎ, অপরের পছন্দে নিজের মনের মতো কিছু আশা করা অনুচিত।

১৫১. খাবার্ দাবার্ ন থালে ডাইন ধক্, উড়ন্ পিনন্ ন থালে চুর ধক্।

খাবার-দাবার না থাকলে ডাইনীর মতো, পরিধানের কাপড় না থাকলে চোরের মতো। অর্থাৎ, প্রয়োজনই মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে।

১৫২. খাবার্ পাদাল্যা ন লাচোক্।

ভোজনকালে লজ্জা পাওয়া অনুচিত।

১৫৩. খাবার্ ভাঅত্ পুলে খা পড়ে, দিবার্ ভাঅত্ পুলে দেয়া পড়ে।

খাবার ভাগে পড়লে খেতে হয়, দেবার ভাগে পড়লে দিতে হয়। অর্থাৎ, সময় সবসময় আপনার অনুকুলে থাকে না।

১৫৪. খাবার্ লক্কে ডাআ ন পড়ে, কাম বেলাত্ কিচ্ছু নাই।

খাবার সময় ডাকতে হয় না, কাজের বেলায় কেউ নাই। অর্থাৎ, জগতে স্বার্থপর লোকের অভাব নেই।

১৫৫. খালে খা বড়ু কুড়াহ্ রান্, ঢাইল্যে ঢাল্ বড়ু বিল ধান্।

খেলে খাও বড় মোরগের রান, ঢাললে ঢালো বড় বিলের ধান। অর্থাৎ, সব সময় বড় অংশ পাওয়ার জন্য কামনা করতে হয়।

১৫৬. খালেয়্য হাড়ু, ফেলালেয়্য শাইত্।

খেতে গেলে হাঁড় আর ফেলতে গেলে মাংস। অর্থাৎ, জগতে এমন কেউ আছে যাকে আপন কিংবা পর ভাবতে গেলে দোটানায় পড়তে হয়।

১৫৭. খায়্ জানিলে মদরে খায়্, খায়্ ন জানিলে মদে খায়্।

খেতে জানলে (মদ্যপ) মদকে খায়, না জানলে মদই (মদ্যপকে) খায়।

১৫৮. খায়্ ন পালে ডাইন্ পারা।

খেতে না পেলে ডাইনীর মতন। তুলনীয় ঃ অভাবে স্বভাব নষ্ট।

১৫৯. খায়্ পালে গম্, খায়্ ন পালে বচং।
খেতে পেলে ভালো, খেতে না পেলে মন্দ।

১৬০. খায়্ পালে দাদা ভালা, খায়্ ন পালে দূরু হালা।
কিছু লোক আছে যারা খেতে পেলে ‘দাদা ভালা’, আর না পেলে বলে ‘দূর হ শালা।’

১৬১. খায়্দায়্ উবুইল্যে তারে কয়্ ধন্, মুরি মারায়্ বাচিলে তারে কয়্ জন্।
অথবা, **ভাসি যায়্যুই যা থায়্ ধন্, মুরি মারায়্ যা থায়্ জন্।**
ব্যয়ের পর যা থাকে তাকে বলে ধন, মরে যাবার পর যারা বেঁচে থাকে তাকে বলে জন।

১৬২. খায়া মাইঙ্গ্ সমারে তাল্ মিলায়্ ন পারে।
অভ্যস্তের সাথে অনভ্যস্তরা কি তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারে?

১৬৩. খেঞা তাঅল কামত্ জআয়্।
পরিত্যক্ত দা’ও কাজে লাগে। অর্থাৎ, জগতে কাউকে তুচ্ছ ভাবতে নেই।

১৬৪. খেদে নানু তআয়্।
ক্ষেত-খামার সবসময় মালিককে খুঁজে। অর্থাৎ, ক্ষেতের সঠিক পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাত করণে অবশ্যই দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।

১৬৫. খেমতা থায়্ বিলি দুনিয়া মগ্ গুরি ন পারে।
ক্ষমতা থাকলেও দুনিয়াকে উল্টানো যায় না।

১৬৬. খেয়াং মুরুঙে লাক্ পা-পি অনা।
খেয়াং ও মুরুঙের সাক্ষাত হওয়া। অর্থাৎ, ভাব ও ভাষায় একে-অপরের বোধগম্য না হওয়া।

১৬৭. গং দাদ মাইঙ্গুত্তুন্ কমলে সদ্‌বদ্!
একরোখা মানুষের কিসের সদাসৎ চিন্তা!

১৬৮. গপ্‌ফান্ চালে সাত্তয়া বাএ খালে ন ফুরায়্, কাম বেলাত্ কিচ্ছু নাই।
গাল-গল্পে সাতটি বাঘে খেলেও শেষ করতে পারবে না, কাজের বেলায় কিছুই নেই।

১৬৯. গম্ কামত্ ধন্ জুদে, অকামত্ গাল্ জুদে।
সুকর্মে ধন জুটে, কুকর্মে দুর্নাম রটে।

১৭০. গম্ শাগ আহা পুগেয়্য খায়্।
উত্তম শাকের শীর্ষ পোকাও খায়। অর্থাৎ, জ্ঞানী লোককে সকলে ব্যবহার করতে চায়।

১৭১. গর্‌রয়া ন উদিলেসি গিরিখর্ লাইত্, হামাক্কায় উদিলেসি গর্‌রয়ার্ লাইত্।
অতিথি না এলে গৃহস্থের লজ্জা, আবার এলেও অতিথির লজ্জা।

১৭২. গরু বেইত্ উলে গবর বেইত্, মানৈত্ বেইত্ উলে কধায়্য বেইত্।
গরু বেশি হলে গোবরও বেশি হয়, মানুষ বেশি হলে কথাও বেশি হয়। অর্থাৎ, লোকবল বেশি হলে কাজের সুফল তেমন পাওয়া যায় না।

১৭৩. গরু-মোষরে বেইত্ চরায় ফরে ন আলে ঘুন্দি টাঙায় দেয়া পড়ে।
গরু-মহিষকে বেশি চড়াতে না পারলে গলায় একটা ঘণ্টি ঝুলিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ, কোন পুত্র-কন্যাকে শাসন করা না গেলে সংসারাবদ্ধ করা উত্তম।

১৭৪. গরুএ ন পাইল্যে লুদে, মাইঞ্ছে ন পাইল্যে ধায়্।
লড়াইতে টিকতে না পারলে গরু গড়িয়ে পড়ে, আর মানুষ যুদ্ধে না পারলে পালিয়ে যায়।

১৭৫. গাইছ উবুরে গুই, খুড়া ভাত্ খায় যা তুই।
গাছের আগায় গুইসাপ, খুড়ো ভাত খেয়ে যেও তুমি।

১৭৬. গাইট্ চিনে বাঅলে, মানৈত্ চিনে আক্কলে।
গাছ চিনে বাকল দেখে আর মানুষ দেখে তার ব্যবহার দেখে।

১৭৭. গাইট্ ডাঁঅর্ বেলে গুলায়্য ডাঁঅর্।
গাছ বড় হলে ফলও বড় হয়। অর্থাৎ, পূর্বপুরুষের জীনগত বৈশিষ্ট্য তার সন্তানেরাও পেয়ে থাকে।

১৭৮. গাইট্ বেইত্ অচল্ উলে বুয়ারে লঞে,
বেইত্ নিচল্ উলেয়্য গরু-ছাঅলে খান্;
মুত্তুরে রাশি উলে কিয়ে লাক্ ন পান্।
গাছ- বেশি উঁচু হলে বাতাসে নড়ে, বেশি নিচু হলেও গরু-ছাগলে খায়; উচ্চতা মধ্যম হলে কেউ নাগাল পায় না। অর্থাৎ, মধ্যমপন্থাই সর্বোত্তম পন্থা।

১৭৯. গাইট্ উলে বাইন্যে উচু, মানৈত্ উলে মাইল্যে উচু।
শাসনে চরিত্রের পরিবর্তন না হলে শাস্তি প্রয়োগ করা শ্রেয়তর।

১৮০. গাইদে গাইদে গলা, হ্াদিদে হ্াদিদে নলা।
গাইতে গাইতে হয় গায়েন, হাঁটতে হাঁটতে হয় পদাতিক।

১৮১. গাউন্ন্যাখুন্ চাউন্ন্যা বেইত্, কামুন্নাখুন্ খাউন্ন্যা বেইত্।
উপার্জনকারীর চেয়ে ভোজনকারী সর্বদা অধিক হয়।

১৮২. গাছ ধুসাবা কাবি আহাত পানি ঢালালে কন ফল্ পাইদে নে?
চরম সর্বনাশ করে লোক দেখানো কাজের কোনো ফল পাওয়া যায় না। তাতে ফলাফল সর্বদা শূন্য হয়।

১৮৩. গাদ মাডি গাদত্ ন কুলায়্।
গর্তের মাটি দিয়ে পুনরায় সেই গর্তকে ভরাট করার মাটি হয় না।

১৮৪. গাভুয্যা কালত্- অন্দচেলা ভন্দচেলা, এক্ শাইত্ খালে এক্ শাইস চেলা।
অবিবাহিত থাকাকালে কেবল নিজের ছাড়া অন্য কারো চিন্তা থাকে না। তখন যেমন ইচ্ছা তেমন চলা যায়, কিন্তু বিবাহোত্তর আর সেই স্বভাব বজায় রেখে চলা শোভা পায় না।

১৮৫. গাভুয্যা ফাত্তআ মেলাপুন্, গাভুরি ফাত্তআ চেদথুম্।
যৌবনকালে নারী-পুরুষ উভয়ে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ লাভের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে।

১৮৬. গাভুর্ মেলাত্তুন্- গাঙ্ দিহিলে মুদা আইসে, লাঙ্ দিহিলে হ্াসা আইসে।
যুবতীর স্বভাব হচ্ছে গাঙ দেখলে মূত্রের বেগ পায় এবং প্রিয় কোন পুরুষকে দেখলে আপনা-আপনি হাসি পায়।

১৮৭. গাভুয্যা মেলাপআ বাচর মাল ধক্, যে দেহে তে মুলাবাক্কে কধা।
অবিবাহিত যুবতী বাজারের পণ্যের মত যে কেউ তাকে পেতে চাইবে।

১৮৮. গাভুরান্ যুনি ভাগ্বায়্, দেত্-গাঙ্ ন কুলায়্।
কামনা যদি প্রবলতর হয়, দেশ-দেশান্তর কিছুই নয়। অর্থাৎ, যৌবনে প্রিয় মানুষের সন্ধানে স্থান-পাত্র-কালাকাল জ্ঞান থাকে না।

১৮৯. গিরিখর্ ছেদাম্ বুশি চূরে বক্কা বানে।
গৃহস্থের সামর্থ্য বুঝে চোরেরা চুরি করে।

১৯০. গুইয়্য কবাল্ সুড়ুঙত্, বান্তর কবাল্ টাড়েঙত্, মেলা কবাল্ কালিশালত্।
গুইসাপের ভাগ্য সুড়ঙ্গে, বাঁদরের ভাগ্য খাড়া পাহাড়ে এবং নারীদের ভাগ্য উনুন শালায়।

১৯১. গুলা ভরে গাইট্ লঞে।
ফলের ভারে গাছ নেটিয়ে পড়ে। অর্থাৎ, জনসংখ্যা বাড়লে উপার্জনের উপর চাপ পড়ে।

১৯২. গেয়া জোইত্ ন পালে হ্াইচ্চআক্ক মাছি।

শরীর সুস্থ না থাকলে হাতিও মাছির মতো নির্বল হয়।

১৯৩. গেয়া দেহা হ্েরাবা।

অলসতা ও অনভ্যাসের দরুন শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অকর্মক ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না।

১৯৪. ঘর আওইন্ ঘরত্ থোক্, মনে কুলে ঘর্ পুড়ি যোক্।

ঘরের আগুন ঘরে থাক, প্রয়োজনে ঘর পুড়ে যাক। অর্থাৎ, সংসার তছনছ হয়ে গেলেও স্বামী-স্ত্রীর, শ্বশুর-শাশুড়ীর, ননদ-দেবরের কুকীর্তির কথা বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে পরিবারের অশান্তি বাড়ে বই কমে না।

১৯৫. ঘর উন্তরে বেড়ু কামাইল্যে কন বেড়ে তাল্ ন মানে।

ঘরের ইঁদুরে বেড়া কামড়ালে কোনো বেড়ায় তাল মানে না। অর্থাৎ, আপনার ঘরের কেউ যদি শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করে বা শত্রুতা করে তবে কোন প্রতিরোধে তাল মানে না। তুলনীয় ঃ ঘরের শত্রু বিভীষণ।

১৯৬. ঘর কধা ঘরত্ থোক্, বারিত্তিন্ কধায়্য ঘরত্ ন আসোক্।

ঘরের কথা ঘরেই থাক, বাইরের কথাও ঘরে না আসুক। অর্থাৎ, ঘরের কথা বাইরে এবং বাইরের কথা ঘরে প্রকাশ করতে নেই। এতে পরিবারে অশান্তি বাড়ে।

১৯৭. ঘর কধা যিবা কয়্ তে অয়্ পর্,
ঠিক দুবুজ্যা যে ঘুইঞ্জায়্ তাত্তুন্ উয়্যে জ্বর্।

ঘরের কথা যে বলে সে হয় পর, ঠিক দুপুরে যে ঘুমায় তার হয়েছে জ্বর।

১৯৮. ঘর্ ভরা পআ-সআ, বেয়াক্কল্যা নেগ্-মুগত্।
শনিদশা রাহুদশা, চুচ্যাং বাইচ্ছুয়া তা বুঅত্।।

ঘরভরা ছেলেমেয়ে, বেয়াক্কেল স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে, শনিদশা, রাহুদশা লেগে থাকে সে ঘরে।

১৯৯. ঘর্ ভালা দুরত্ যোক্, পথ্ ভালা বেঞা যোক্।

ভালো বংশের পাত্রপাত্রী হলে দূর দেশে হলেও সম্পর্ক করা উত্তম; ঠিক তেমনি পথ বিপদমুক্ত ও আনন্দদায়ক হলে দূরের পথ হলেও গমন করা উত্তম। এতে সম্পর্কও ঠিক থাকে, পথও নিরাপদ থাকে।

২০০. ঘর লুক্ষি মেলা জাত্।

নারী জাতি হলো গৃহের লক্ষ্মী।

২০১. ঘরত্ সুখ্শান্তি থালে নুন্ ভাদ পেডত্ যায়্।
ঘরে সুখশান্তি থাকলে লবণ-ভাতও পেটে যায়।

২০২. ঘা চায়্ দারু।
ঘা দেখে ঔষধ। অর্থাৎ যথোচিত জবাব দেয়া।

২০৩. ঘাট্টাল্যা ঘর্ গাঙ কুরে।
ঘাট চৌকিদারের ঘর গাঙের পাড়েই হয়। অর্থাৎ, ঘর দেখে মানুষের পেশা চেনা যায়।

২০৪. ঘান্দা খের্ গরুএ ন খায়্।
নাগালের ঘাস গরু খায় না।

২০৫. ঘুম মানৈত্ মরা সং।
ঘুমন্ত ব্যক্তিরা মৃতবৎ।

২০৬. ঘুরি ফিরি আজিহ্ বদর্ কুল্।
ঘুরেফিরে সেই বদরকুল। অর্থাৎ, যেখানে যাও সবই দেখতে একই।

২০৭. চন্ থালে ভাত্ সোআদ্, ধন্ থালে কধা সোআদ্।
তরকারি ভাল হলে ভোজনে আনন্দ, অঢেল সম্পত্তি থাকলে বচনে আনন্দ।

২০৮. চরায়া ধালে বুদ্ধি বাড়ে।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

২০৯. চরায়ারে কয়্ চুর্ গর্, গিরিখরে কয়্ সদাগে থাক্।
চোরকে বলে চুরি কর, গৃহস্থকে বলে সর্তক থাক।

২১০. চাইল্যা উলু বেয়ারা অনা।
চালতার ব্যারাম হওয়া। অর্থাৎ, গাছ থেকে চালতা ঝরে পড়ার মত কাউকে এলোপাতাড়ি আঘাত করা।

২১১. চাউরি পুইসা আউরিয়ে খায়্।
চাকুরীজীবীর পয়সা বেশিদিন টেকে না।

২১২. চাল্ খোই উলে বাব খোই।
চাল ফারাক হলে বাপও পর।

২১৩. চালাক্ক্যা ভুগ্ভাগ্ দেয়্, বেদমায়া গির্গিরায়্।
চালাক লোক ধুমধাম মারপিট করে, আর বোকারা কেবল গর্জন করে ও থরথর করে কাঁপে।

২১৪. চায় বিলি পাবদে কন কধা আহেদে নে?
চাইলেই পাবে বলে কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

২১৫. চিলে সুয়া মাইল্যে খেরান্ উলেয়্য নিচায়্।
চিলে ছোঁ দিলে কুটোটি হলেও নিয়ে যায়।

২১৬. চিয়ন্ খাসাবা লাইত্তে গম্, চিয়ন্ পআবা কাম্ খাইদে গম্।
ছোট ঝুড়িটি ব্যবহারে আরামদায়ক আর ছোট শিশুদের সাথে তামাশা করতে আনন্দদায়ক। অর্থাৎ, দুর্বল লোকদের সকলে ব্যবহার করতে চায়।

২১৭. চিয়ন্ ছাঅলর্ বিচা ডাঁঅর্।
শারীরিকভাবে ছোট লোকের কাজ করার সামর্থ্য বেশি।

২১৮. চিয়ন্ পআরে লাইল্যে ঘু দি ইদাল্ মারাং খা পড়ে।
শিশুকে নাড়লে মল দিয়ে ঢিলও খেতে হয়। অর্থাৎ, অবুঝদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হয়।

২১৯. চিয়ন্ পেলা ভাদত্ রুচি নাই।
পরিবারে লোকসংখ্যা কমে গেলে রুচিও কমে যায়।

২২০. চিয়ন্ মরৈচত্ ঝাল্ বেইত্।
ছোট মরিচে ঝাল বেশি। অর্থাৎ, শারীরিক সামর্থ কম হলেও কাউকে তুচ্ছ ভাবতে নেই।

২২১. চিয়ন্ মাইঞ্জু চিয়ন্ চিদা, বড়ু মাইঞ্জুর্ বড়ু চিদা।
ছোট লোকের ছোট চিন্তা, বড়লোকের বড় চিন্তা।

২২২. চিয়ন্ মাইঞ্জু চিয়ন্ ভাগ্, বড়ু মাইঞ্জু বড়ু ভাগ্।
ছোট লোকের জন্য ছোট অংশ, বড় লোকের জন্য বড় অংশ। অর্থাৎ, যার যেথা প্রাপ্য তাকে তাই দিতে হয়।

২২৩. চিয়ন্ মুঅত্ ডাঁঅর্ কধা।
ছোট মুখে বড় কথা।

২২৪. চুক্খুন্ খাদিলে দুক্খঅ গেল্।
চক্ষু মুদিলে দুঃখ শেষ হলো।

২২৫. চুন্ খায়্ জিল্ উলে ঘা, সোয়াত্ দৈ পেলা চায়্ ডরা।
চুন খেয়ে জিহ্বা হলে ঘা, স্বাদের দৈ পাত্র দেখে ভয় পা।

২২৬. চুর গনে বেড়ালে চুর্, গম গনে বেড়ালে গম্।
চোরের সাথে বেড়ালে চোর, আর উত্তমের সাথে বেড়ালে উত্তম। অর্থাৎ, সঙ্গদোষে নিজেকেও দোষী হতে হয়।

২২৭. চুর মনত্ পুলিত্ পুলিত্।
চোরের মনে পুলিশ পুলিশ।

২২৮. চুরত্তুন্ ভক্তি বেইত্।
চোরের ভক্তি বেশি থাকে। তুলনীয় ঃ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

২২৯. চুরর্ দইত্ দিন্, গিরিত্থর্ এক্ দিন্।
চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন।

২৩০. চুরে চুরে মুলাপুত্ ভাই।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

২৩১. চুলান্ কি বুড়া ওইনে পাক্কেদে, নে বুয়ারে পাক্কেদে?
চুল কি বয়সের ভারে পেকেছে, নাকি বাতাসে পেকেছে? অর্থাৎ, বয়স হলে জ্ঞানের ভারও বিশাল হতে হয়।

২৩২. চেঞোদি চেঞোদে, তা ঝিবা ধায় যায়।
চেঞোদি নাকের পানি ঝরায় আর তার কন্যাটি বরের হাত ধরে পালিয়ে যায়।

২৩৩. চেমেলে এক্ভাগ্, ধাচ্চাইত্ এক্ভাগ্।
কিছুটা সত্য ও কিছুটা মিথ্যা মিশ্রিত।

২৩৪. চেরাগত্তলেয়্য আন্ধার্ থায়্।
চেরাগের নীচেও অন্ধকার থাকে।

২৩৫. চেরেত্তা গুণে দুখ্ খন্ন্যায়্।
চেষ্টার গুণে দুঃখ খণ্ডে।

২৩৬. ছ গনে ক্ষাঅং, ক্ষাঅঙ গনে ছ।
শিশুর সাথে মা, আর মায়ের সাথে শিশুও থাকে।

২৩৭. ছাঅল্ কুড়াহ্ উইদ কাবি খাইদুং, আদা কচু উইদ বিচি খাইদুং, নিজ ঝিপুত্ কুধি ফিত্তুংগোই?
মুরগী-ছাগল হলে কেটে খেতাম, আদা-কচু হলে বিক্রি করতাম, এরা তো নিজের সন্তান তো কোথায় ফেলতাম? অর্থাৎ, ভাল হোক মন্দ হোক, নিজের সন্তানের প্রতি সবারই অপরিসীম ভালবাসা থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

২৩৮. ছাঅল্ দিলে দুড়িয়ান দেয়া পড়ে।
ছাগল দিলে দড়িও দিতে হয়।

২৩৯. ছাঅলত্তুন্ কাশিত্ দাম্ বেইত্।
ছাগলের চেয়ে দড়ির দাম বেশি।

২৪০. ছাঅলে তআয় কাট্টল্ পাদা, মুনিচ্ছরে তআয় ওইত্।
ছাগলে খুঁজে কাঁঠাল পাতা, মনুষ্য খুঁজে হুঁশ (জ্ঞান)।

২৪১. ছাঅল্লআ দুমুড়িলে দুড়িয়ান দুমুড়িবদে কধা।
ছাগল দৌড়ালে তার দড়িও দৌড়ায়।

২৪২. ছাদআত্তুন ধর্ম আহে।
পশুদেরও ধর্ম আছে।

২৪৩. ছাদআরেয়্য চা যায়্, মানৈত্ ওইনে কারে কন্না ন চায়্দে?
পশুকেও সাহায্য করা যায়, মানুষ হয়ে মানুষকে কেন সাহায্য করবে না? অর্থাৎ, মানুষ হয়ে অবশ্যই মানুষের উপকারে আসতে হয়।

২৪৪. ছেব ভরে নঅ ন ডুবে।
ছেপের ভারে নৌকা ডুবে না।

২৪৫. জদায়্ গেলে যমেয়্য ডরায়্।
যৌথবদ্ধ হয়ে গেলে যমও ভয় পায়। তুলনীয় ঃ একতাই বল।

২৪৬. জন্ম লুলে মরাঅ পড়ে।
জন্ম নিলে মরতে হয়।

২৪৭. জন্মত্তুন্ ধর্ম বড়।
জন্মের চেয়ে ধর্ম বড়।

২৪৮. জাত্ ভালা, খাইচ্চত্ খারাপ্।
জাতে ভালো, চরিত্রে খারাপ। অর্থাৎ, উচ্চ বংশের হলেও চরিত্রহীন ব্যক্তি।

২৪৯. জাদে জাত্ টানে, হ্াইচে গাইট টানে।
জাদে জাত তআয়, কাঁড়ায় গাদ তআয়।।
জাতি চিনে জাতিকে, যেমনি কাঁকড়া চিনে গর্তকে। অর্থাৎ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জীনগত স্বভাব কখনো পাল্টায় না।

২৫০. জানিলে সাত্ভাগ্, ন জানিলে এক্ভাগ নাই।
অথবা, **লাচালে এক্ভাগ্, ন লাচালে সাত্ভাগ্।**
লজ্জা পেলে একভাগ আর লজ্জা না পেলে সাতভাগ।

২৫১. জামাই এক্ তুইচ্ছার্, বিলেই এক্ তুইচ্ছার্।
জামাই আর বিড়াল দুটোই সমান বিরক্তিকর।

২৫২. জার্ কাল্যা বেল্ হ্যালালে গেল্।
শীতকালের সূর্য দুপুর গড়ালেই ডুবে যায়।

২৫৩. জায়ি জায়ি যে ঘুইঞ্জায় তারে জাগায় ন পারে।
ঘুমের ভান করে যে জেগে থাকে তাকে জাগানো যায় না।

২৫৪. জিদ্- ভালারে খারাপ্ গরে, খারাবরে ভালা গরে।
জিদ- ভালোকে মন্দে এবং মন্দকে ভালোতে পরিণত করতে পারে।

২৫৫. জুক্ক্যা নুন্ মাআ দিলে অক্থ মুতিন্ পায়্দে নে?
যা চাওয়ার প্রকাশ্যে চাও; মনে মনে চাইলে যাচিত জিনিস পাওয়া মুশকিল।

২৫৬. জুম্ম গিরিহ্ পুনত্ তেল্, এক্কেনা কাইত্ উলে ব্যাক্খান্ গেল্।
যৎসামান্য উন্নতিতে জুম্মরা গর্বে আত্মহারা হয়, কিন্তু অল্প ধাক্কাতেই তারা কুপোকাত হয়ে পড়ে।

২৫৭. ঝড়ান্ উড়াইনে জুম্মুরান্ মাধাত্ দিলে কি কিয়ে শুআনা থান্দে নে?
বৃষ্টি থামার পর ছাতা মাথায় দিলে কেউ কি শুকনা থাকে?

২৫৮. ঝাক্কয়া অসায় বিয়াইনী মরে।
দলীয় ধাত্রীর দ্বারা প্রসূতির মৃত্যু হয়।

২৫৯. ঝাক্কয়া কাবিদাঙে নঅ কানা অয়্।
দলীয় কাবিল কারিগরের তৈরী নৌকার তলা ছিদ্র হয়।

২৬০. ঝাক্কয়া মাইঞ্জু পাক্কআ খা।
যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে কোন কিছুই কুলায় না।

২৬১. ঝার্রআ উল্ কুচু তিন্গেদা পুন্ কাবি লাহালেয়্য শেম্ গায়্।
জঙ্গলী ওলকচু তিনবার পোঁদ কেটে রোপন করলেও অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ, সার্মথ্যবান ব্যক্তি কখনো পঙ্গু হয় না।

২৬২. ঝি উলাক্কে ভচি, পআ উলাক্কে ভচা।
যুবক কিংবা যুবতী যৌবনে সর্বদা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

২৬৩. ঝি গম্ নে জামাইসে গম্, পআ গম্ নে বৌসে গম্।
[পিতা-মাতার উচিত] ঝিয়ের চেয়ে জামাইকে এবং পুত্রের চেয়ে বৌকে অধিক প্রশংসা করা।

২৬৪. ঝি থালে জামাই কি দুখ্, পআ থালে বৌ কি দুখ্!
কন্যা থাকলে জামাই আর পুত্র থাকলে বউ এর অভাব হয় না।

২৬৫. ঝি থালে সাত্ঘর পিঢা খায় পায়, পআ থালে সাত্ঘর্ বেড়ায় পায়।
বিবাহের উপযুক্ত কন্যা থাকলে অনেকেই মিষ্টি নিয়ে আসবে, আর পুত্র থাকলে অনেক ঘরে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয়। এটাই জগতের নিয়ম। অর্থাৎ, একবারেই পাত্র/পাত্রী বাঁছাইয়ের কাজ শেষ হয় না।

২৬৬. ঝি-পুদে যেদক্ কাবিল্ উইদাক্ স্যাত্, মা-বাব পুন অদ্ধেগ ন অন্।
সন্তান যতই দক্ষ হোক না কেন, তবু মা-বাবার অর্ধেকও হয় না।

২৬৭. ঝিয়রে মারি বৌঅরে শিয়ানা।
ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

২৬৮. ঝুব সেরেয়্য বড়ু বাঘ্ থায় পারে।
ঝোঁপের মাঝেও বড় বাঘ থাকতে পারে। অর্থাৎ, সামান্য অসাবধানেও মহাবিপদ ঘটতে পারে।

২৬৯. ঝুল্ থাক্কে ঘাদ, বেল্ থাক্কে হ্াদ।
ঝোল থাকতে ঘাঁটো, সময় থাকতে হাঁটো।

২৭০. টাঙায়া যিয়ান্, লক্কায়াঅ সিয়ান্।
যা টাঙানো তাই ঝুলানো।

২৭১. টিয়াত্ টিয়াত্ ধুরি পাইনে পুইচ্চুনু চুররে চুর্ কুইদে ডর্ গরে,
আবিদ্ বানে চুর্ ধুরিনে পারেদে নে?
হাতেনাতে ধরা চোরকেও চোর বলা কষ্টকর, অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাউকে কি চোর বলা যায়?

২৭২. টিয়ায় টিয়ায় চুল্ আসুইল্যে মেলার্ কলঙ্গি বাড়ে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁছড়ালে নারীর কলঙ্কি বাড়ে।

২৭৩. টেঙত্ টানিলে মাধাত্ নাই, মাধাত্ টানিলে টেঙত্ নাই।
পায়ের দিকে টানলে মাথায় নেই, মাথার দিকে টানরে পায়ে নেই। অর্থাৎ নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা।

২৭৪. টেঞা দিলে বাঅ চুগ পায়্।
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।

২৭৫. টেঞা নাইদে দের্‌রআ, বউ পরানে মাএদে বর্‌রআ।
টাকা নাই দেড় খানি, বউ কামনা করে মহাজনের কনে। অর্থাৎ, অসাধ্যের সাধ্যের অতিরিক্ত প্রার্থনা।

২৭৬. ঠগ্ বাসিদে আদাম্ ঝাড়া অয়্।
ঠগ বাছতে গাঁ উজার।

২৭৭. ঠাঁউর গনে কাঁরায়্য থান্।
ঠাকুরের সাথে তাঁর সেবকও থাকে।

২৭৮. ডরত্তুন্ কন দারু নাই।
ভয়ের কোন ওষুধ নেই।

২৭৯. ডরাং ডরাং গুরি থালে কাঞ্চাবা চুলানক্ক ডল্লায়্।
যে বেশি ভয় পায়, তার কানের চুলও তাকে ভয় দেখায়। অর্থাৎ, ভীরুরা নগণ্য বিষয়েও ভয় পেয়ে থাকে।

২৮০. ডাঁঅররে দিহি চিয়নে শিয়ন্।
ছোটরা বড়দের দেখে শিখে থাকে।

২৮১. ডাঁঅরল্লোই বলে নয়্, লাড়িহ্ গরা পড়ে কলে।
শক্তিমানের সাথে সম্মুখ সমরে নয়, কৌশলে লড়াই করতে হয়।

২৮২. টিঁ- ঘরত্ থালেয়্য বাড়া ভানে, স্বর্গত্ গেলেয়্য বাড়া ভানে।
ঢেঁকি ঘরে থাকলেও ধান ভানে, স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

২৮৩. টিঁ থায়্ বিলি তাক্‌খামে পিঢা খাবার্ আহে না?
ঢেঁকি আছে বলে সবসময় পিঠা খাওয়া যায় না। অর্থাৎ, পর্যাপ্ত উপকরণ থাকাও সত্ত্বেও অপ্রয়োজনে কোনো কিছু করতে নেই।

২৮৪. তলা নাই তুলি, বেড়ায়্ কাবর্ খুলি।
তলা নাই তুলি, বেড়ায় কাপড় খুলে। অর্থাৎ, নির্লজ্জ স্বভাব সম্পন্ন লোক কাউকে তোয়াক্কা করে না।

২৮৫. তাবা চাইদে আধা অয়্।
স্বাদ যাচাই করতে করতে আধেক খাওয়া হয়ে যায়।

২৮৬. তুই মরত্তে সিদা-তিদা, মুই মরঙর্ মাছ চিদা।
তুমি মরছো সীতার চিন্তায়, আমি মরছি মাছের চিন্তায়। অর্থাৎ, যার কাজে সেই ব্যস্ত, পরকে দেখার সুযোগ নাই।

২৮৭. তে চিয়ন্ বিলি-দ তা খদাবা চিয়ন্ নয়্, তে ভুল বিলি তা খদাবা-দ ভুল্ নয়্।
সে ছোট বলে তো তার ভগবান ছোট নয়, সে বোকা বলে তো তার ভগবান বোকা নয়।

২৮৮. তেবান্যা পানিয়ে ঘুদি পুরায়্।
চুঁইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পানিতেও ঘটি ভরে যায়। অর্থাৎ, অল্প অল্প কাজ করেও বৃহৎ সমস্যার সমাধান করা যায়।

২৮৯. থাইদে সুখ্ নে খাইদে সুখ্, খাইদে সুখ্ নে আঞিদে সুখ্!
থাকতে সুখ নাকি খেতে সুখ, খেতে সুখ নাকি ত্যাগে সুখ! অর্থাৎ, থাকা-খাওয়া ও ত্যাগ সকল কাজই শান্তিতে সারা প্রয়োজন।

২৯০. থালে এক্ দুখ্, ন থালে সাত্ দুখ্।
থাকলে এক দুঃখ, না থাকলে সাত দুঃখ। অর্থাৎ, কোন কিছু না-থাকার চেয়ে থাকা উত্তম।

২৯১. থের্ পাদায়া মাইঙ্গুত্তুন্ কমলে লুক্ কুদুম্?
ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে আত্মীয়তা মুখ্য নয়।

২৯২. দইত্ দিন্ খায়্, এক্দিনা আণ্ডা পড়ে।
দশ দিন খেয়ে, একদিন মল ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ, অন্যায় করে দশদিন বাঁচলেও একদিন তার শাস্তি ভোগ করতে হয়।

২৯৩. দয়ারাম্ মায়ারাম দিন্ ধায়্যে, ইক্কিনা আহেদে বেচারাম্ কিনারাম্।
দয়ামায়ার দিন শেষ, এখন সবকিছু বেচা-কেনার উপর নির্ভরশীল।

২৯৪. দশ কাম্ এহায়্ ন পারে।
দশের কাজ একজনে করা যায় না।

২৯৫. দশ সমারে বারিষা ফেলানা।
দশের সাথে বর্ষা ফেলা। অর্থাৎ, সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলা।

২৯৬. দাদত্তুন্ সামি ডাঁঅর্।
বাঁটের চেয়ে ছামি বড়। তুলনীয় ঃ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়।

২৯৭. দিন আলিয়ে ব্যাক্ অয়্।
যুগ অনুসারে সবই হয়।

২৯৮. দিন ঝড়ত্ খের্ বাড়ে, রাইদ ঝড়ত্ খেত্ বাড়ে।
দিনের ঝড়ে আগাছা বাড়ে আর রাতের ঝড়ে ক্ষেত বাড়ে।

২৯৯. দিন্ যায়্ বেলে হেন্ ন যায়্।
দিন যায় তো হেন যায় না।

৩০০. দিহিলে এক্ভাগ্, শুনিলে এক্ভাগ্, গুরিলে আর এক্ভাগ্।
কোন অশুভ কাজ দেখা, শোনা, করা ত্রিক্ষেত্রেই পাপ হয়।

৩০১. দুইয্যায়্য চায়্ পারে পারা, গাম্ছায়্য ধোই পারে পারা।
সাগরও দেখা যায় আর গামছাও ধোয়া যায় মতো যাওয়া।

৩০২. দুএ কামায়া টেঞাল্লোই কানা গরু কিনানা।
কষ্টে উপার্জিত পয়সা দিয়ে অন্ধ গরু ক্রয় করা। অর্থাৎ, কষ্টে উপার্জিত ধন কুপথে খরচ করা।

৩০৩. দুগ্ ন গুইল্যে ভুগ ন মিলে।
কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

৩০৪. দুনিয়াত্ কিচ্ছু এরেয়া বেরেয়া খায়্ ন পায়্, ইত্তুক্ উলেয়্য ঘাম্ সুদে।
জগতে কিছুই সহজলভ্য নয়, অল্প হলেও ঘাম ঝরাতে হয়।

৩০৫. দুলুগ ঘষাদ গত্তনা ছিনে।
বাঁশের তিক্ষ্ণ ফালির ঘায়ও মুণ্ড ছিন্ন হয়।

৩০৬. দেত্-মুরুক্ ন ভাঞিলে দুনিয়া খবর্ ন পায়্।
দেশে-বিদেশে না ঘুরলে দুনিয়ার খবর পাওয়া যায় না।

৩০৭. দেবেদাত্তুন্ পুইচ্চুন মাফ্ মায়িলে মাফ্ পায়্, মাইঞ্চুত্তুন্ কেনে মাফ্ ন পায়্?
দেবতাদের কাছে মাফ চাইলেও মাফ পাওয়া যায়, মানুষের কাছে কেন পাওয়া যাবে না?

৩০৮. দেহাদেহিত্ ধর্ম, শুনাশুনিত্ কর্ম।
অন্যের দেখাদেখিতে ধর্মকার্যে উৎসাহ জাগে এবং শুনতে শুনতে নানান কাজে উৎসাহ জাগে।

৩০৯. দোইত্ গরে এক্জনে, কধা খান্ দইত্ জনে।
একজনের অপরাধে দশজনকে অপমানিত হতে হয়।

৩১০. দোষে কধা খালে সআ যায়, আদোষে কধা খালে ন সএ।
দোষে কথা শুনলে সহ্য করা যায়, নিঃদোষে কথা শুনলে সহ্য করা যায় না।

৩১১. দ্বি নঅত্ ঠ্যাং দিলে ডুবাং খা পড়ে।
উভয় নৌকায় পা দিলে ডুবে মরতে হয়।

৩১২. ধন্ থালে এক্ মরত্, জন্ থালে স্যা এক্ মরত্, বল্ থালে আর এক্ মরত্।
একজন পুরুষ ধন, জন ও শক্তি এই ত্রিশক্তিতে বলীয়ান হতে হয়।

৩১৩. ধানাত্তুন্ উচানা গম্।
পালানোর চেয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উত্তম।

৩১৪. ধাবারা কামত্ আঙায়্য ন যোক্।
অথবা, **ধাবা ধাবা আঙায়্য ন যোক্।**
তড়িৎকাজে মল-শালায়ও যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, তড়িঘড়ি করে কোন কাজই করা উচিত নয়।

৩১৫. ধাবারা চনত্ কমলে মরোইত্ বাইচ্চ্যা।
তড়িৎকাজে মরিচ বাটার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, তড়িঘড়ি করতে গিয়ে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না।

৩১৬. ধারায়া বালা আরায়া থায়্।
প্রদত্ত শ্রমের ফল পাওনা থাকে।

৩১৭. ধারেয়্য লাএ, ভরেয়্য লাএ ।
ধারও লাগে, ভরও লাগে। অর্থাৎ, ভাল কিছু করতে হলে অর্থ, বুদ্ধি, শক্তি উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

৩১৮. ধুইত্ খালে ওইত্ বাড়ে।
ধুশ খেলে হুঁশ বাড়ে।

৩১৯. ধুক্ গিল্যে পানি থেক্ ন মরে।
ধোঁক গিললেও পানির তৃষ্ণা মিটে না।

৩২০. ধুয্যর্ গুণ্ আহে।
ধৈর্য্যের গুণ আছে। তুলনীয় ঃ সবুরে মেওয়া ফলে।

৩২১. ন অয়্দে মাইঙ্গুত্তুন্ কধায়্য বেইত্।
অথবা, **ন খায়্দে মাইঙ্গুত্তুন্ কধায়্য বেইত্।**
অথবা, **ন যায়্দে মাইঙ্গুত্তুন্ কধায়্য বেইত্।**
অপারগ লোকের অজুহাত বেশি।

৩২২. ন জিন্যা কূরর্ ঘঁআনি বেইত্।
লড়াইয়ে যে কুকুর পারে না, তার ঘেউ ঘেউ বেশি হয়।

৩২৩. ন থালে পআ পআ, থালে ওআ।
না থাকলে সবাই সন্তান কামনা করে, থাকলে আফসোস হয়। অর্থাৎ, সু-সন্তান সবাই কামনা করে, কিন্তু কু-সন্তান পিতা-মাতার অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়।

৩২৪. ন পাইত্তে ভাক্কে আইদ্-ঘড়া মানা পড়ে।
জিততে না পারলে হাতি-ঘোড়াও মানত করতে হয়।

৩২৫. ন মাডিলে অয়্দে স্যা।
মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।

৩২৬. ন মানিলে মুত্তি, মানিলে খদা গসাইন্।
অথবা, **ন মানিলে তুং কত্থা, মানিলে খদা গসাইন্।**
অথবা, **মানিলে তুলসী, ন মানিলে সাবেরেং।**
না মানলে মূর্তি আর মানলে ভগবান।

৩২৭. ন লাড়িনে থুলে নুন্পানি ধারায়া তাঅল ভদা অয়্।
ব্যবহার না করে রাখলে তীক্ষ্ণ ধার দেয়া দা'ও ভোতা হয়। তুলনীয় ঃ অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়।

৩২৮. নআ নআ বাউরি নআ নআ রং, পুরান্ উলে বেড় মাধাত্ তুলি থং।
নতুন বাগুরের (এক ধরনের অলঙ্কার) নতুন রঙ, পুরাতন হলে ঘরের বেড়ায় তুলি রাখি। অর্থাৎ, নতুন নতুন সবকিছু আদরণীয় হয়, পুরাতন হলে সেসকল অবহেলায় পড়ে থাকে।

৩২৯. নরম্ নরম্ গুরি থালে উম কুড়াত্তুন ফুদাং খা পড়ে।
নরম নরম পেলে ডিমে তা রত মুরগীও আঘাত করে। অর্থাৎ, দুর্বলের উপর সবাই জোর খাটাতে চায়।

৩৩০. নাই বন্দার্ খদা আহে।
যার কেউ নেই, তার খোদা আছে।

৩৩১. নাই মুঅরে কান্ মুগ্ ভালা, সবাই ন পালে রাচা ঝিবায়্য ভালা।
অথবা, **ন পাইদে ভাক্কে কান্নআ গম্, সবাই ন পালে রাচা ঝিবাক্ক গম্।**
বিয়ের পাত্রীর অভাবে কানা পাত্রী ভালো, তারও অভাবে রাজকন্যাও ভালো।

৩৩২. নাক্ কান্ কাবিলেয়্য সাম্ময়া ভরে।
নাক কান কাটলেও চুপড়ি ভরে। অর্থাৎ সমগোত্রীয় বা দলীয় লোক প্রচুর।

৩৩৩. নাদিং আইত্তা মিধা গুইল্লা দৈ-ভাত্।
নানা-নাতীর সম্পর্ক দৈ-ভাতের মতই সুমধুর।

৩৩৪. নানু দিহিলে কূরত্তুন্ বল্ বাড়ে।
অথবা, **গিরিত্থ থালে কূর্ রাচা।**
কর্তাকে দেখলে কুকুরের শক্তি বাড়ে। তুলনীয় ঃ খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে।

৩৩৫. নানু নায়া খেদত্ যে পায় মূ দন্।
মালিক না থাকলে যে কেউ ক্ষেতে যাচ্ছেতাই করে যায়।

৩৩৬. নায়া জনে ধন্ পালে চিবি চিবি চায়্,
নায়া কাবরে কাবর্ পালে উরি পিনি চায়্।
ধনহীন ব্যক্তি ধন পেলে চিপে চিপে দেখে, পোশাক বিহীন জনে পোশাক পেলে পরিধান করে দেখে।

৩৩৭. নায়া দিনত্ এক্খআ পুসায়্য মুরাকুর্ পারা।
অভাবের দিনে একটি পয়সাও পর্বত তুল্য।

৩৩৮. নিজ আক্কলে ন দুমুড়িলে পরেয়া আক্কলে থক্ ন পায়্।
নিজের জ্ঞানে না চললে, পরের জ্ঞানে কার্যসিদ্ধি হয় না।

৩৩৯. নিজ বুদ্ধিয়ে মরণ্ ভালা।
আপন বুদ্ধিতে মরণও ভালো।

৩৪০. নিজ মুআন্ গম্ উলে শুত্তুর পেডদ ভাত্।
নিজের বচন ভালো হলে শত্রুর ঘরেও ভাত মিলে।

৩৪১. নিজত্তুন্ থালে মুএ খা, পরত্তুন্ উলে চুএ খা।
নিজের থাকলে মুখে খাও, পরের হলে চোখে খাও। অর্থাৎ, নিজের থাকলে অল্প হলেও মুখে দেয়া যায়, কিন্তু পরের হলে তা চেয়ে থাকা ছাড়া খাওয়ার উপায় নেই।

৩৪২. নিজর্ খায়্ পরেয়া গরু চরানা।
অথবা, **বাব ঘরত্ খায়্ মামু ঘরত্ কাম্ গরানা।**
নিজের খেয়ে পরের কাজ করা।

৩৪৩. নিজর্ চুখ্ কানা ওক্ তহ্ দেত্ কানা নোক্।
নিজের চোখ কানা হোক, তবু দেশ কানা না হোক। অর্থাৎ, নিজের ক্ষতি হলেও দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ থাকতে হয়।

৩৪৪. নিজে গম্ উলে গদা সংসারানক্ক গম্।
আপন ভালো তো জগত ভালো।

৩৪৫. নিজে বাচিলে বাব নাঙ্।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

৩৪৬. নিতিন্যারে গম্ গুইত্তে চালুং গম্ নুল।
নিতিন্যাকে ভালো করতে চাইলাম ভালো হলো না।

৩৪৭. নিশাইত্ অলা জীবরে এক্ সেগেন বিচ্ছাইত্ নাই।
নিঃশ্বাসধারী জীবকে এক সেকেন্ডও বিশ্বাস নেই।

৩৪৮. নিশাইত্ থালে আশায়্য থায়্।
নিঃশ্বাস থাকলে আশাও থাকে। তুলনীয় ঃ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

৩৪৯. নুন্ ন দিলে ঘিয়্য মাদি, বিদেশত্ গেলে রাচাঝিয়্য বেদি।
লবণ না দিলে ঘিও মাটি, বিদেশে গেলে রাজকন্যাও বেটি [সম্বোধিত হয়]।

৩৫০. পআ ইক্ক্যানি বেলে বাইত্ত, বুড়া ইক্ক্যানি বেলে মুইত্ত।
শিশুরা হেঁচকি দিলে বড় হয়, বৃদ্ধরা হেঁচকি দিলে মরণ হয়।

৩৫১. পআ কাইন্যে ছ আনা, শমৈ গিলত্ ন আনা।
শিশু কাঁদলে খরচ হয় ছয় আনা আর শিমের গাছে নয় আনা। অর্থাৎ, কোন আবদার বা অভিযোগ থাকলেই ছোট শিশুরা কান্না করে।

৩৫২. পআ নাই ঘরত্ পেয়্য নাই, বুড়া নাই ঘরত্ জ্ঞান্ নাই।
শিশু বিহীন ঘরে আনন্দ নেই, বৃদ্ধ বিহীন ঘরে জ্ঞান নেই।

৩৫৩. পআ মূ বেলে বাড়া মূ।
অবুঝের মুখ তো বাড়া মুখ। অর্থাৎ, বাড়াবাড়ি রকমের বলা অবুঝদের স্বভাব।

৩৫৪. পআ রাগ্ হ্যাদত্, বুড়া রাগ্ দাঁদত্।
অবুঝেরা রাগ দেখায় আঘাতের মাধ্যমে, আর পণ্ডিতেরা রাগ দেখায় শুধু কথায়।

৩৫৫. পআ-সআল্লায় মা-বাবে উল্লাক্কে বট্গাছ ছাবা।
সন্তানের কাছে মাতা-পিতা হলো বটের ছায়া তুল্য বা পরম আশ্রয়।

৩৫৬. পআরে যাবেত্ আনাইন্ গরে, সাবেত্ পাচি অন্।
সন্তানের উপর যতই অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়, ততই তাদের বদ স্বভাব বেড়ে যায়।

৩৫৭. পআরে যাবেত্ লাড়ে, সাবেত্ ঠেদা অন্।
শিশুদের সাথে যতবেশি ঠাট্টা-মশকরা করা হয়, ততই তাদের স্পর্ধা বেড়ে যায়।

৩৫৮. পধে ফুরায় সাঁউ দঁআরত্, কধা ফুরায় দশ সালিশত্।
পথ শেষ হয় ঘরের দুয়ারে, কথা শেষ হয় দশের সালিশে।

৩৫৯. পর্ভাইচ্চা খানা আ পর্ভাইচ্চা থানা, খানায়্য নয়্, থানায়্য নয়্।
প্রবাসী জীবনে ঠিকমতো খাওয়াও হয় না, থাকাও হয় না। অর্থাৎ, প্রবাসী জীবন হচ্ছে অতি কষ্টকর জীবন।

৩৬০. পর গাড়াহ্ যে গরে, তা গাড়াহ্ খদায়্ গরে।
যে পরের ক্ষতি করে, সৃষ্টিকর্তা তার ক্ষতি করে।

৩৬১. পর চশা আমনে গায়্, আমন চশা খদায়্ গায়্।
পরের সমালোচনা যে করে, তার রটনা সৃষ্টিকর্তাই করে।

৩৬২. পর চিদা যে গরে, তা চিদা খদায়্ গরে।
পরের চিন্তা যে করে, তার চিন্তা খোদা করে।

৩৬৩. পর ধন্ হরণত্, গুতি নাই মরণত্।
পরের ধন হরণে, গতি নাই মরণে।

৩৬৪. পর পআরে যে চায়্, তা পআরে খদায়্ চায়্।
যে অন্যের সন্তানের যত্ন নেয়, তার সন্তানকে খোদা যত্ন নেয়।

৩৬৫. পরান্ চিমর্ মাইঞ্ছুরে মরালেয়্য মরায়্ ন পারে।
যাদের প্রাণ শক্ত, তাদেরকে মারতে চাইলেও মারা যায় না। অর্থাৎ, জ্ঞান, অর্থ, শক্তি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সহজে বিপদাপন্ন করা যায় না।

৩৬৬. পরেয়া চালত্তলে সুমিলে বেলে কধাত্তলেয়্য সুমিলে।
পরের চালের নিচে প্রবেশ করলে তো কথা/গালির নিচেও প্রবেশ করলে। অর্থাৎ, পরের আশ্রয়ে থাকলে সবসময় নানান কথা শুনতে হয়।

৩৬৭. পরেয়া মাধা ফেচেরা দেহা যায়্, নিজ মাধা ফেচেরা দেহা ন যায়্।
পরের দোষ সহজে চোখে পড়ে, নিজের দোষ দেখা কঠিন।

৩৬৮. পাঅল্ কুলে সি মাইঙ্কে বেচার্, গম্ কুলে আমনে বেচার্।
পাগল বললেও লোকে বেজার হয়, ভালো বললেও নিজেকে দোষী করা হয়।

৩৬৯. পাঅলরে যাবেত্ হ্াসে, সাবেত্ গরন্।
পাগলকে যতই হাসবেন, সে ততবেশি পাগলামী করবে।

৩৭০. পাঅলে কি ন কয়্, ছাঅলে কি ন খায়্?
পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়?

৩৭১. পাঅলে নাচে গমে চায়্।
পাগলে নাচে আর সুস্থ লোকেরা তা দেখে মজা পায়।

৩৭২. পাইচ্ছআয়্য পুড়িবার্ গং, ডেল্লাবায়্য ভাঙিবার্ গং।
পাখিও বসার উপক্রম, ঠিক সেই সময় গাছের শাখাও ভাঙার উপক্রম। অর্থাৎ, একের দোষে অন্যের ক্ষতি হওয়া বুঝাতে এই প্রবাদটি উক্ত হয়।

৩৭৩. পাঢা ছাঅলরে ছাড়ান্ দিলে গদা সংসারান্ তারার্ ধক্ পান্।
পাঁঠা ছাগলকে ছেড়ে দিলে জগত-সংসার তাদের মনে করে।

৩৭৪. পাদা আলে রাচারেয়্য ডর্ নাই, আঁ/ আঁগা আলে বাঘরেয়্য ডর্ নাই।
পৌঁর্দন এলে রাজাকেও ভয় নেই, মল ত্যাগে বাঘের ভয়ও নেই।

৩৭৫. পাদারায়্ ফেচেরা এক্খান্ চড়াৎ গুইল্যেয়্য সাঅৎগি উবুরি উদে।
ভীরুরা পাশে একটি আগাছা চড়াৎ শব্দ করলেও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। অর্থাৎ, ভীরুদের মনে সর্বক্ষণ ভয় কাজ করে।

৩৭৬. পাদিদে পাদিদে পুন্ আক্ক্যাং, মাডিদে মাডিদে মু আক্ক্যাং।
পায়ু পথে বায়ু বের করতে করতে অভ্যাস খারাপ হয়, আর কথা বলতে বলতে ভাষণে দক্ষ হয়।

৩৭৭. পাপ্ বেলে বাবরেয়্য ন ছাড়ে।
পাপ বা পাপের ফল কখনো বাপকেও ছাড়ে না।

৩৭৮. পিসুঙা-পিসুঙি ঘরত্ লুক্ষিয়্য থাইদ ডরায়্।
হিংসুকের ঘরে কখনো লক্ষ্মী বা শান্তি থাকে না।

৩৭৯. পীড়া বেলে বাসিলে আসিলেয়্য ন যায়্।
অথবা, **পীড়া যা কবালত্ বাসে মরামত্ গুরি বাসে।**
রোগে আক্রান্ত হলে ছেটে ফেলতে চাইলেও ফেলা যায় না।

৩৮০. পীড়ান্ গরের্ চাঅত্ চাঅত্, দারু আহে ছ মাস পধ্।
ব্যথার যন্ত্রণা তীব্রতর, অথচ ঔষধ আছে ছয় মাস দূরে।

৩৮১. পীড়াল্যা গনে জিয়াল্যা মরা।
রোগীর সেবা করতে গিয়ে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৩৮২. পীড়াল্যা উবর্ আড়াল্যা কাম্।
ব্যাধিগ্রস্তের উপর নিষ্ঠুর কার্য বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। তুলনীয় ঃ মড়ার উপর খাড়ার ঘা।

৩৮৩. পুগে খালে খায়্দে উল্, কিয়ে ন খালে চায়্দে উল্।
যে সমস্ত ছত্রাক যেমন মাশরুম পোকায় খায়, সেগুলো মানুষেরও খাবার যোগ্য। আর পোকায় না খেলে শুধু দেখার যোগ্য।

৩৮৪. পুণ্ডিচরে বুশায় ঈকারে উকারে, মুক্খরে বুশায় থামা চআরে।
পণ্ডিতগণ আকার-ইঙ্গিতে বুঝে কিন্তু মূর্খকে থাপ্পড় মেরে বুঝাতে হয়।

৩৮৫. পুন্ মরে তহ্ মূ ন মরে।
পোঁদ মরে তবু মুখ মরে না। অর্থাৎ, দেহের শক্তিতে না কুলালেও মুখের শক্তিতে বলীয়ান।

৩৮৬. পুনত্ ঘু মুঅত্ লাইত্।
পোঁদে মল, মুখে লজ্জা। অর্থাৎ, করণীয় কাজে লজ্জা পাওয়া অনুচিত।

৩৮৭. পুরান্ ঘু পুচা যাবেত্ কদলায়্, সাবেত্ বাইত্ নিয়িরে।
পুরাতন মলের স্তুপ যতই নাড়াচাড়া করা হয়, ততই দুর্গন্ধ বের হয়। অর্থাৎ, অতীত নিয়ে কথা বলতে নেই।

৩৮৮. পুরান্ চোলত্ ভাত্ বাড়ে।
পুরান চালে ভাত বাড়ে। অর্থাৎ, জ্ঞানীর বাণী বাসি হলেও ফলে।

৩৮৯. পেচায় খল্‌খলায়, খরোল্যায় সনা টুক্যা পায়।
পেঁচায় উলু দেয়, আর কাঠঠোকরা সোনার টুপি পায়। অর্থাৎ একজন কাজে ব্যস্ত থাকে, আর অন্যজন তার সুবিধা ভোগ করে।

৩৯০. পেট্ পুইল্যে নুন্ দিয়্য ভাত্ খা যায়।
অথবা, **পেডত্ ভুগ্ থালে নুন্ দিয়্য ভাত্ খা যায়।**
ক্ষুধা থাকলে লবণ দিয়েও ভাত খাওয়া যায়।

৩৯১. পেট্ পুড়িলে ওইদ ঠিক্ ন থায়।
ক্ষুধার জ্বালায় মাথার ঠিক থাকে না।

৩৯২. পেডত্ ন পড়োক্, মুঅত্ পড়োক্।
পেট ভরুক আর নাই ভরুক, সামান্য হলেও মুখে দেয়া চাই।

৩৯৩. পেডত্ ভুগ্ মুঅত্ লাইত্।
পেটে ক্ষুধা, তবু মুখে লজ্জা। অর্থাৎ, করণীয় কাজে লজ্জা পাওয়া অনুচিত।

৩৯৪. পেলা কালি ধুলে যায়্, গেয়া কালা জনম্মআ থায়্।
পাতিলের কালি ধুলে যায়, কিন্তু দেহের/জন্মের কালো দাগ সারাজীবন থাকে।

৩৯৫. পেলা কালি ধুলে যায়্, মন কালি জমায়্ থায়্।
মনে আঘাত লাগলে তা কখনো দুরীভূত হয় না।

৩৯৬. পৌর পানি কূরে খালে ন ফুরায়্।
পুকুরের জল কুকুরে পান করে শেষ করতে পারে না।

৩৯৭. ফাঅ কামত্ আঁয়্য ন যোক্।
অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেও সন্দেহের চোখে পড়তে হয়।

৩৯৮. ফাগত্ পুলে গাইট্ ধুইল্যেয়্য অসরে, বাইট্ ধুইল্যেয়্য অসরে।
ফাঁকে পড়লে গাছ ধরলেও সরে যায়, বাঁশ ধরলেও সরে যায়। অর্থাৎ, অত্যাধিক বিপদে পড়লে কোই কিছুতেই তাল মানে না।

৩৯৯. ফাদা কানিদ সনা থায়্।
ছেঁড়া কাপড়েও সোনা থাকে।

৪০০. ফালা ফালা লাবারাং মাইট্, পেট্ চিড়িলে পুডি মাইট্।
লাবারাং (এক প্রজাতির ছোট মাছ) মাছ লাফালাফি করলেও তা পুঁটি মাছের মতোই। তুলনীয় ঃ অতি দর্পে হত লঙ্কা।

৪০১. ফুল্ গিয়ে বিলি কি গাইচ্ছআয়্য গিয়ে না?
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে, তাতে সামাজিক সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে না।

৪০২. ফুল্ চাবে কুলে ক্যধক্, মেলা লুবে কুলে বেধক্।
ফুলের মধ্যে অসুন্দর ফুল, আর নারীর মধ্যে বিশ্রী/অসুন্দর নারীর মধ্যে চিরপ্রশান্তি নিহিত।

৪০৩. ফুল বাইত্ বুয়ারে নিচায়্, মাইঞ্ছ্ বাইত্ মাইঞ্ছে নিচায়্।
ফুলের সুবাস বাতাসে ছড়ায়, মানুষের সুখ্যাতি মানুষের বিলায়।

৪০৪. ফেলায়া ছেপ্ ফেরত্ ন আসে।
ফেলানো থুথু পুনরায় মুখে ফিরে আসে না।

৪০৫. ফোয়ের পরানেয়্য ঘর্!
ফকিরের আবার ঘর! অর্থাৎ, যার যে নীতি তাকে তা প্রতিপালন করতে হয়।

৪০৬. বচং কামত্ মাডা ন পড়ে, ভালা কামত্ মাডালেয়্য মাত্ ন পায়্।
মন্দ কাজে ডাকতে হয় না, ভালো কাজে ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না।

৪০৭. বচঙ গনে গমেয়্য মরে।
অধমের সাথে উত্তমকেও বিপদে পড়তে হয়।

৪০৮. বড়ু কাচারিত্ সালিশত্ গেলে, সাক্খীবাক্ক দর লাএ।
উচ্চ আদালতে মোকদ্দমা নিলে সাক্ষীও শক্ত থাকতে হয়।

৪০৯. বড়ু গিরিহ্ ভাত্ খাইদে সোআদ্।
বড় পরিবারে অখাদ্যও সুখাদ্যে পরিণত হয়।

৪১০. বড়ু জনে ব-নিশাইত্ ফেলালেয়্য ভসমান্।
বড়জনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেও ছোটদের (যার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে) জীবনে অনেক দুঃখ বইতে হয়।

৪১১. বড়ু দাদা বেলে বড়ু গাধা, বড়ু ভুশি বেলে বড়ু গাধি।
বড় দাদা তো বড় গাধা, বড় ভাবি তো বড় গাধি। অর্থাৎ, জ্যেষ্ঠদের সকল যাতনা সইতে হয়।

৪১২. বন্ পড়া উইদ দেহাইদুং, মন্ পড়া কেনে দেহাইদুং?
বনের পোড়া হতো দেখাতাম, মনপোড়া কিভাবে দেখাবো?

৪১৩. বন বাএ ন খায়্‌দে মন বাএ খানা।
বনের বাঘে না খাইতে মনের বাঘে খাওয়া। তুলনীয় ঃ মাথা নেই তার আবার মাথা ব্যথা।

৪১৪. বড়ু মরোইচত্তুন্ বেইত্ চিয়ন্ মরোইত্ ঝাল্।
বড় মরিচের চেয়ে ছোট মরিচ বেশি ঝাল। অর্থাৎ, বড়দের চেয়ে ছোটদের বুদ্ধি বেশি।

৪১৫. বল্ বল্ তুই কোই গেদা পুইজ্জইত্?
জন্ জন্ তুই কোই গেদা মুইজ্জইত্?
ধন্ ধন্ তুই কোই গেদা মাম্‌লা মঅদিমা গুইজ্জইত্?
বল (শক্তি) তুমি কয়বার পড়েছো? জন (পুরুষ) তুমি কয়বার মরেছো? ধন ধন তুমি কয়বার মামলা মোকদ্দমা করেছো? অর্থাৎ, সকল কাজেই কিছু না কিছু অন্তরায় আছেই।

৪১৬. বলত্থুন্ কল জুর্ বেইত্।
শক্তিমত্তার চেয়ে কৌশলের জোর বেশি হয়।

৪১৭. বাঅ উবুরেয়্য তাক্ আহে।
বাঘের উপরও তাক আছে। অর্থাৎ, অপরাজেয় বলতে কেউ নেই।

৪১৮. বাইজ্জা ভাত্‌পুই ন খালে বেলে সাত্‌দিন্ উবাইত্ থা পড়ে।
বাড়া ভাত না খেলে সাত দিন উপোস থাকতে হয়।

৪১৯. বাইন্যাত্তুন্ আঞি দিলেয়্য সনা যায়্।
স্বর্ণকারেরা মলত্যাগ করলেও স্বর্ণ বের হয়।

৪২০. বাএ কনদিন্ শিয়ার্ ন গুরি থায়্ ন পারন্।
বাঘ কখনো শিকার না ধরে থাকতে পারে না।

৪২১. বাক্‌খ্যা মনত্ যিয়ান্ নাই, শিয়াল্যা মনত্ সিয়ান্ থায়্।
বাঘের মনে যা নেই, শিয়ালের মনে আছে তাই।

৪২২. বাক্‌খ্যাত্তুন্ শিয়াল্যা সাত্ বসর্ জ্যেঠ্।
বাঘের চেয়ে শিয়ালের সাত বছরে বড়। অর্থাৎ, একের চেয়ে অন্যের বুদ্ধি বেশি।

৪২৩. বাঙালরে মা দিনে বাপ্ নয়্, ঝি দিনে জামাই নয়্, বোইন্ দিনে বুন্নয়া নয়্।
বাঙালিকে মায়ের জোরে বাপ, কন্যার জোরে জামাই ও বোনের জোরে দুলাভাই ডাকা যায় না।

৪২৪. বাড়ায় লুলে গাড়াহ্ নয়।
প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নিলেও দোষের কিছু নেই।

৪২৫. বাত্তা পাইছত্ কুসাম্বাদ্, কুঞা পাইছত্ গর্‌রয়া ঝাক্।
শুকপাখি ডাকলে দুঃসংবাদ, হলুদ পাখি ডাকলে মেহমান আসে।

৪২৬. বানা বল্ খেসিলেয়্য নয়, কবালদ থা পড়ে।
যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু শক্তি প্রয়োগ করলে হয় না, জয়ের ভাগ্যও থাকতে হয়।

৪২৭. বান্তর নাইত্ চীঁড়া জুক্।
বাঁদরের নাচ চিংড়ি জোঁক। অর্থাৎ, যাকে যা দিয়ে ঘায়েল করা যায়, তার সাথে তা দিয়ে লড়াই করতে হয়।

৪২৮. বান্তর হ্াদত্ সুমুরি গুলা কদক্ষণ্ আর্ থায়্?
বাঁদরের হাতে মিষ্টি কুমড়া কতক্ষণ আর ভালো থাকে? অর্থাৎ, লোভনীয় কোনকিছুই বেশিক্ষণ ভালো থাকে না, কেউ না কেউ এসে তাতে তালগোল পাকাবেই।

৪২৯. বান্তররে কিবা গুইল্যে মাধাত্ উদি বুসন্।
বানর/মূর্খকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় চড়ে বসে।

৪৩০. বান্তরে ন চিনে সনা, মুক্‌খএ ন চিনে ওইত্।
অথবা, **বান্তর পরানে হ্াল্‌সরা।**
বাঁদরে চিনে না সোনা, মূর্খ চিনে না হুঁশ। তুলনীয় ঃ বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

৪৩১. বান্যা ছাঅলে ছাড়ান্ পালে দেত্-গাঙ্ ন কুলায়্।
বদ্ধ ছাগল ছাড়া পেলে দেশ-গাঙ কুলায় না। অর্থাৎ, বদ্ধ জীবন থেকে হঠাৎ উন্মুক্ত জীবনে প্রবেশ করলে যেকেউ বেসামাল হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।

৪৩২. বান্যার্ টুক্‌টাক্, কামাজ্যার্ এক্ বাড়ি।
স্বর্ণকারের যেটা হাজার ঘা, সেখানে কামারের শুধু এক ঘা।

৪৩৩. বাপ্ চা বেলে পুত্ চা, মা চা বেলে ঝি চা।
অথবা, **বাপ্ যেন্ পুদ সেন্, মা যেন্ ঝিয়্য সেন্।**
পুত্র চেনা যায় বাপ দেখে, কন্যা চেনা যায় মা দেখে। তুলনীয় ঃ বাপকা বেটা।

৪৩৪. বাপ্পআ মুরিনে মা'বা থালে পআ-সআ অন্ টেঁরা খুইচ্যা,
মা'বা মুরিনে বাপ্পআ থালে পআ-সআ অন্ চুঅ ফেচেরা।
বাপ মরে মা থাকলে সন্তানেরা হয় আদরের কিন্তু অকেজো। মা মরে বাপ থাকলে সন্তানেরা হয় চোখের বালি।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

৪৩৫. বাবে নয় পুদে, চুমাত্ ভরায় মুদে।
যত দোষ দুর্বলের ঘাড়েই বর্তায়।

৪৩৬. বালা ধারালে বালা পায়,
ধারায়া বালা কুধি যায়?
শ্রমদান করলে শ্রম পায়, প্রদত্ত শ্রমের ফল কোথায় যায়?

৪৩৭. বালে দারিয়ে মরত্, বিচায় শিঙে বলদ্।
যার পরিচয় যেভাবে হয়।

৪৩৮. বাশত্তুন্ কুঞ্চি ডাঁঅর্।
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়।

৪৩৯. বিপদ্ আলে ঘরত্ থালেয়্য ন এড়ায়্, বারিত্তিন্ থালেয়্য ন এড়ায়্।
বিপদ এলে ঘরে থাকলেও এড়ানো যায় না, বাইরে থাকলেও এড়ানো যায় না।

৪৪০. বিপদ্ আলে দাদা ভালা, বিপত্থান গেলে দূরু শালা।
বিপদ আসলে দাদা ভালো, বিপদ কেটে গেলে দূর হও শালা।

৪৪১. বিপদ্ আলে রাচায়্য মা ডাএ।
বিপদ এলে রাজাও মাকে ডাকে।

৪৪২. বুইদা বুইদা খানাত্তুন্ ঠাঁউর্ অনা গম্,
বেড়ায়্ বেড়ায়্ থানাত্তুন্ বেয়ার্ যানা গম্।।
বসে বসে খাওয়ার চেয়ে ঠাকুর হওয়া উত্তম এবং এঘর-ওঘর করার চেয়ে কাউকে সাহায্য করা উত্তম।

৪৪৩. বুইদ্দ বেইত্ উলে পীড়াল্যা মরে।
ডাক্তার বেশি হলে রোগী মরে। তুলনীয় ঃ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৪৪৪. বুড়া উলে- দাঁত্ গেল্ বেলে সোআদ গেল্।
বৃদ্ধকালে দাঁত গেল তো স্বাদও গেল।

৪৪৫. বুড়া কথা কুড়াহ্ ঘু, গাভুর কথা ফুল জু।
প্রবীণের চেয়ে নবীনের যুক্তিতে সর্বদা ধার থাকে।

৪৪৬. বুড়া বান্তর গাইট্ বায়্।
বুড়ো বাঁদরও গাছে চড়ে। তুলনীয় ঃ মানুষ অভ্যাসের দাস।

৪৪৭. বুড়া মানৈত্ চিয়ন্পআত্তুন বেইত্।
বার্ধক্যে মানুষের চরিত্র শিশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়।

৪৪৮. বুশি বুশি যে উল্লআ গরে, তারে বুশায় ফরে ন আসে।
বুঝে বুঝে যে অবুঝের মতো কাজ করে তাকে বুঝানো যায় না।

৪৪৯. বেচা গরুর্ দাত্ চাইনে লাভ্ নাই।
বিক্রিত গরুর দাঁত দেখে লাভ নেই।

৪৫০. বেড়া যাইনে লাভ্ নাই, বেয়াই ঘরত্ ভাত্ নাই।
অপরকে বিপদে ফেলে নিজে আনন্দ করা অনুচিত।

৪৫১. বেল্ বেলে হ্লালে দিন্ গেল্।
সূর্য বিকালে হেলিয়ে পড়লেই দিন কেটে যায়।

৪৫২. বেলে কধাল্লোই দুনিয়া ন চলে।
'হয়তোবা' কথা দিয়ে দুনিয়া চলে না। অর্থাৎ, সন্দেহের উপরে দুনিয়া চলে না।

৪৫৩. বেলেই খেলা উন্তর্ মরা।
বিড়ালের খেলা কিন্তু ইঁদুরের মরণ। তুলনীয় ঃ কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

৪৫৪. বেলেই নাই ঘরত্ উন্তর দদ্দবা।
বিড়াল বিহীন ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব।

৪৫৫. বৈধ্ বাজ্যা মরা লুক্খি ছাড়া।
বুধবারের লাশে লক্ষ্মী নেই।

৪৫৬. বোই ন জাইন্যে লুড়ি পায়্, খায়্ ন জাইন্যে মুরি পায়্।
বসতে না জানলে নড়তে হয়, খেতে না জানলে মরতে হয়।

৪৫৭. ব্যাক্ টিদা খা যায়্, মাইঞ্ছ্ টিদা খা ন যায়্।
সব টিটা খাওয়া যায়, মানুষের টিটা খাওয়া যায় না। অর্থাৎ, মানুষের কুটিলতা সর্বদা পরিত্যাজ্য।

৪৫৮. ব্যাক্খুনরে এক্ পাল্লাত্ মাবা ন যায়্।
সবাইকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত নয়।

৪৫৯. ভ বুশি প দেনা গম্।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা উত্তম।

৪৬০. ভক্তিসে ভগবান্, অভক্তিয়ে অহমান্।
ভক্তিতে ভগবান, অভক্তিতে অপমান। অর্থাৎ, ভক্তি বা শ্রদ্ধা সৎ থাকলে সকল কাজে সাফল্য অনিবার্য।

৪৬১. ভগবানে হ্াত্ পাদিলে যমেয়্য কিচ্ছু গুরি ন পারে।
ভগবান রক্ষা করলে যমও কিছুই করতে পারে না।

৪৬২. ভাঙা ঘর্ তুনি দেনা আ রানি মেলা সাদানা এক্কোই কথা।
ভাঙাঘর সংস্কার করা বিধবা নারীকে সাজানোর সমতুল্য।

৪৬৩. ভাঙা চুরা গরানা, আগে কুইজ্যার্ ভালা।
ঝগড়া বিবাদের আগেই মিটমাট করা উত্তম।

৪৬৪. ভাঙা টেঙ গারাত্ পড়ে।
ভাঙা পা-ও গর্তে পড়ে।

৪৬৫. ভাঞি কুলে রণ্ গরে, জুর থালে গুণ্ গরে।
কিছু কিছু কথা আছে যা বললে শত্রুতা বাড়ে এবং চুপ থাকাই কল্যাণকর।

৪৬৬. ভাজ্যা বারমাইত্ গায়্ ন ফুরায়্।
পরের বদনাম করে শেষ করা যায় না।

৪৬৭. ভাজ্যো বাড়া খায়্ ন পায়্, রাজ্যো বাড়া যায়্ ন পায়্।
ভাগ্যের বেশি খাওয়া যায় না, রাজ্যের বাইরেও যাওয়া যায় না।

৪৬৮. ভাজ্যো যার্ রাজ্যো তার্।
ভাগ্য যার রাজ্য তার।

৪৬৯. ভাত্ খায়্ পারে চন বলে, কথা কোই পারে ধন বলে।
ভাত খাওয়া যায় তরকারির জোরে, আর কথা বলা যায় ধনের জোরে।

৪৭০. ভাত্তান্ খালে বড়ু কামানি সিরা গেল্।
সবার আগে ক্ষুধা নিবারণ করাই সুখের।

৪৭১. ভাত্তান্ ন থালে জাত্তান ন থায়্।
অর্থবিত্ত না থাকলে কেউ সমীহ করে না।

৪৭২. ভাদ চিদা নে চন চিদা, এক্ সাইত্ খালে এক্ সাইত্ চিদা।
ভাতের চিন্তা নাকি তরকারির চিন্তা? একবেলা খেলে আরেক বেলার চিন্তা থাকে।

৪৭৩. ভাদ মাইচ্ছ্যা কাম্, পুনে-মুএ ঘাম্, চুঅ মাছি ধাবায় ন পারে পারা অয়্।
ভাদ্রমাসে কাজের চাপ অতিমাত্রায় বাড়ে। তখন চোখের মাছি তাড়ানোর সময়ও পাওয়া যায় না।

৪৭৪. ভাদ মাইচ্ছ্যা কূর্ গাভুর্, আশিন্ মাইচ্ছ্যা মগ্ গাভুর্।
কুকুরের যৌবন ভাদ্রমাসে আর মগের যৌবন আশ্বিন মাসে।

৪৭৫. ভালা কামত্ জিদ্ গরোক্, অকামত্ জিদ্ ন গরোক্।
ভালো কাজে জিদ করো, মন্দ কাজে জিদ করো না।

৪৭৬. ভালুক্যা তআয় নাক্, বাক্খ্যা তআয় এহ্রা।
ভাল্লুক খোঁজে নাক, বাঘে খুঁজে মাংস। অর্থাৎ যার যে স্বভাব।

৪৭৭. ভাসুরিয়ান্ থালে চন গড় থায়্, ধান্ চোল্ থালে মন বল থায়্।
বাঁশ করোল থাকলে তরকারির গোলাও থাকে, ধান-চাল থাকলে মনের বলও থাকে।

৪৭৮. ভুত্তআ কূরত্তুন্ ছ বেইত্, আল্সি মাইঙ্কুত্তুন্ কধা/খানা বেইত্।
অলস কুকুরের বাচ্চা বেশি, অলস মানুষের কথা/ভোজনও বেশি হয়।

৪৭৯. ভেড়া ধুসে কুইজ্যা ন লড়ে।
ভেড়ার ধাক্কায় খড়ের গাঁদা নড়ে না। অর্থাৎ, ক্ষুদ্রের আক্রমণে বৃহতের কিছুই হয় না।

৪৮০. মগ্ আল্সি ঠাঁউর্, রাখাইন্ আল্সি বেয়ার্, তঞ্চঙ্গ্যা আল্সি ফাত্তয়া।
আলস্যবশত মগেরা হয় ঠাকুর বা ভিক্ষু, রাখাইনরা হয় ব্যবসায়ী এবং তঞ্চঙ্গ্যারা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়।

৪৮১. মত্ত গাভুর্ মেলাপুন্, মেলা গাভুর্ চেদথুম্।
যৌবনে পুরুষ ছুটে নারী পিছু, আর নারী ছুটে পুরুষের পিছু।

৪৮২. মত্ত জিদ্ বলত্, মেলা জিত্ কলত্।
পুরুষের জিদ বলে, নারীর জিদ কলে/কৌশলে।

৪৮৩. মত্ত জিদ্ বেলে বাঅ জিদ্।
পুরুষের জিদ হচ্ছে বাঘের জিদের সমতুল্য।

৪৮৪. মত্তত্তুন্ মরণ্ ঠিক্ নাই, মেলাত্তুন্ চিদা ঠিক্ নাই।
পুরুষের মরণ ঠিক নাই, নারীর চিতা ঠিক নাই। অর্থাৎ পুরুষের কখন কিভাবে মরবে তা কেউ বলতে পারে না। আর নারীরা কার ঘরে মরবে, কোথায় তার শ্মশান হবে বলা যায় না।

৪৮৫. মন্ থালে ধন মিলে।
মন থাকলে ধনও মিলে। তুলনীয় ঃ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

৪৮৬. মন্-চিত্ গম্ উলে লাঙর্ পআ বাসে।
সরল মনে ভালবাসায় জারজ সন্তানের জন্ম হয়।

৪৮৭. মনে কুলালে ধনে ন কুলায়, ধনে কুলালে মনে ন কুলায়।
মনে কুলালে ধনে কুলায় না, ধনে কুলালে মনে কুলায় না। অর্থাৎ, মানুষের অভাববোধ সর্বদা যে কোন একদিকে লেগেই থাকে।

৪৮৮. মরত্ চা ধনেজনে, মেলা চা রঙেধঙে।
পুরুষকে বিয়ে করো ধন-জন দেখে, নারীকে বিয়ে করো নারীর রঙঢং দেখে।

৪৮৯. মরা গনে জেদায়্য পুড়ি যান্।
শবের সাথে জ্যান্ত লোকও [চিতার আগুনে] পুড়ে যায়। অর্থাৎ, মন্দের সাথে ভালোরাও বিপদাপন্ন হয়।

৪৯০. মরা গরু দি হ্াল্ চআলে নিজত্তুনি বল্ পড়ে।
দুর্বল গরু দিয়ে হাল দিলে নিজের শক্তিই নাশ হয়। তুলনীয় ঃ হাঁপাতে হাঁপাতে কাজ হয় না।

৪৯১. মরা গরু দি লাড়িহ্ গুরি লাভ্ নাই।
মরা-গরুর সাথে লড়াই করে লাভ/গৌরবের কিছু নেই। অর্থাৎ, দুর্বলের সাথে লড়াই করে গৌরবের কিছুই নেই।

৪৯২. মরা মাইঞ্ছুখুন্ জেদা মানৈত্ বেইত্ ডর্।
মৃত মানুষের চেয়ে জ্যান্ত মানুষই বেশি ভয়ঙ্কর।

৪৯৩. মরারে ভুলাইদে ন কুলায় জনম্, জেদারে ভুলাইদে এহাক্ষণ্।
মৃত ব্যক্তিকে ভুলানো কঠিন কাজ, কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে সহজে ভুলানো যায়।

৪৯৪. মরালেয়্য তুমি, বাঁচালেয়্য তুমি।
আপনি/আপনারাই আমার বাঁচা মরা।

৪৯৫. মা গুণে পআ, জালা গুণে রোআ।
মায়ের গুণে সন্তান, চারার গুণে ফসল। তুলনীয় ঃ বাপকা বেটা।

৪৯৬. মাআনা পালে বাঅনেয়্য মদ্ খায়্।
মাগনা পেলে ব্রাহ্মণও মদ খায়।

৪৯৭. মা'বা মুলে বাপ্পআ তালোই।
মায়ের মৃত্যুতে বাপও পর হয়ে যায়।

৪৯৮. মা-বাবে জন্ম দি পারন্দে, কর্মআন্ দি ন পারন্।
বাবা-মা শুধু জন্ম দিতে পারে, কর্ম দিতে পারে না।

৪৯৯. মাইঞ্ছুরে মাইঞ্ছে চশায়্।
মানুষকে মানুষই রটায়।

৫০০. মাইঞ্ছুরে যাবেত্ সইত্ দে সাবেত্ জো পান্।
পরকে যতই সুযোগ দেয় ততই [ক্ষতি করার] সুযোগ পায়।

৫০১. মাঘ জারত্ বত্তারুম বাঘেয়্য গুচুরন্।
মাঘ মাসের শীতে গভীর বনের বাঘও কাঁপে।

৫০২. মাডিলে মূ ফেয়াক্, পাদিলে পুন্ ফেয়াক্।
বললেও খারাপ, না বললেও খারাপ।

৫০৩. মানাই কুলত্ সুগ পা পড়ে, দুগ ভিসা পড়ে।
মানবজীবনে সুখও আছে, দুঃখও ভোগ করতে হয়।

৫০৪. মানি জানিলে তুং কত্থাবাত্তুন বড়ু বর্ পায়্।
শ্রদ্ধা করতে জানলে কর্তিত গুঁড়ি থেকেও বড় বর পায়।

৫০৫. মানৈত্ - বেইত্ গম্ উলে দেত্তা চুঅদ পড়ে।
উত্তম চরিত্রের ব্যক্তিকে দেবতারাও শ্রদ্ধা করে।

৫০৬. মানৈত্ উলে যি মাদিত্ আছার্ খায়্, সি মাদিত্ ভর্ দি উদে।
মানুষ মাত্র যে মাটিতে আছার খায় সেই মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

৫০৭. মানৈত্ নইত্ত উলে, চন্ নইত্ত ঝুলে।
মানুষ নষ্ট ভুলে, তরকারি নষ্ট হয় ঝোলে।

৫০৮. মুঅ গুণে বেঙ্ মরে।
মুখের গুণে ব্যাঙ মরে। তুলনীয় ঃ অতি দর্পে হত লঙ্কা।

৫০৯. মুঅত্ জয়্ মুঅত্ খয়্।
মুখে জয়, মুখেই ক্ষয়। অর্থাৎ, প্রকৃত পরাজয়ের পূর্বে, শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নেতিবাচক মানসিকতাই মানুষকে পরাজিত করে থাকে।

৫১০. মুআন্ আঁ গুইল্যে মন কধা বুশা যায়্।
মুখখানা হা করলেই মনের কথা বুঝা যায়।

৫১১. মুআন্ দিহিলে চিত্ পুড়ে, খৈচ্চআ দিহিলে রাউদে।
মুখখানি দেখলে মন ভরে, কিন্তু চরিত্র দেখলে ঘৃণা জাগে। অর্থাৎ, চেহারা সুন্দর হলেও খল স্বভাবাপন্নকে সবাই ঘৃণা করে।

৫১২. মুএ অশানাখুন্ উসানা গম্।
উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো।

৫১৩. মুক্খআ গম্ নুলে নেক্খআত্তুন্ দুখ্,
নেক্খআ গম্ নুলে মুক্খআত্তুন্ দুখ্।
নেক্খআয়্য গম্ মুক্খআয়্য গম্ উলে
সি ঘরত্ সে জনম্ সুখ্।
পত্নী উত্তম না হলে স্বামীর কষ্ট, স্বামী উত্তম না হলে পত্নীর কষ্ট; যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উত্তম সে ঘরেই অনাবিল শান্তি সুখ।

৫১৪. মুজ্যা কানা মরে, ভুজ্যা কানা ভরে।
গরীব আরও গরীব হয়, ধনীরা আরও ধনী হয়।

৫১৫. মুনি চিনে লডায়্, জ্ঞানী চিনে কধায়্।
মুনি চেনা যায় হস্তে ধৃত জলপাত্রে, জ্ঞানী চেনা যায় তার কথায়।

৫১৬. মুনিচ্ছরত্তুন্ ওইচর্ অভাব্ ন থায়্।
মানুষের কখনো হঁশের (জ্ঞানের) অভাব থাকে না।

৫১৭. মুলাপুত্ ভাই, পিসাঙা ঝি বৈন্, গুই এহ্রা মিশায়া বিয়ৈন্ চন্।
অথবা, **পিসাঙাপুত্ ভাই, মুলাঝি বৈন্, গুই এহ্রা মিশায়া বিয়ৈন্ চন্।**
মামাত ভাই ও পিসিত বোন যেন গোসাপের মাংস মেশানো বেগুন তরকারি। অর্থাৎ, মামাত ভাই ও পিসিত বোনের সম্পর্ক অতি মধুর হয়।

৫১৮. মেলা উলাক্কে পরেয়া ঘর তৈত্ বাড়েং।
নারী হলো পরের ঘরের তুষের ঝুড়ি।

৫১৯. মেলা কবাল্ মত্ত চেদত্তলে।
নারীর ভাগ্য পুরুষের অধীন।

৫২০. মেলা কুদুম্ গাভুর সং, মত্ত কুদুম্ জনম্ জনম্।
নারীর আত্মীয় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত, পুরুষের আত্মীয়তা জনমভর।

৫২১. মেলা গুণে ঘর্ ভরে।
নারীর গুণে ঘরে ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়।

৫২২. মেলা - চিয়ন লক্কে সৈচ মু, গাভুর্ উলে পুনং মু, বুড়া উলে বান্তর মু।
নারীর মুখ শৈশবে দেখতে সুঁচের মতো তীক্ষ্ণ, যৌবনে পূর্ণিমা চাঁদের মতো সুন্দর, আর বার্ধক্যে বাঁদর-মূখী। অর্থাৎ, বয়সভেদে নারীদের চেহারাও পরিবর্তিত হয়।

৫২৩. মেলা জাত্ বেলে ফুল জাত্, এই ফুদি এই চআইন্ ওই যান্।
নারীজাতি ফুলের মতই, তাদের রূপ-যৌবন দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখা যায় না।

৫২৪. মেলা বল্ নেগত্, মত্ত বল্ ধনত্।
নারীর শক্তি তার স্বামী, পুরুষের শক্তি তার ধন।

৫২৫. মেলা বেলে কালিশাল পেলা।
নারী জাতির রান্নাঘরের পাতিলের মতো। অর্থাৎ, রান্না করাই এদের কর্ম এবং উনুনের কালিতে মাখামাখি হওয়াই এদের ধর্ম।

৫২৬. মেলা বেলে পঁচা, মরত্ বেলে ভচা।
নারী হচ্ছে পঁচা (অর্থাৎ, সামান্যতেই কলঙ্ক রটে), পুরুষ হচ্ছে বিড়াল সম। অর্থাৎ, সারাক্ষণ নারীর পিছনে ছুটা পুরুষের স্বভাব।

৫২৭. মেলা মন্ দেবেদায়্য/দেত্তায়্য বুশি ন পারে।
নারীর মন দেবতাও বুঝতে পারে না।

৫২৮. মেলা রাক্খইত্ পেলা ডাঁঅর্, মত্ত রাক্খইত্ জুম্ ডাঁঅর্।
নারীরা লোকজনের কথা ভেবে বেশি রান্না করে, আর পুরুষেরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে আয়-রোজগার বাড়িয়ে দেয়।

৫২৯. মেলাত্তুন্ জাত্ নাই।
নারীদের জাত নেই। অর্থাৎ, বিবাহের পাত্র বাছাইয়ে নারীদের জাতিভেদ করা চলে না।

৫৩০. মেলাত্তুন্ পেনৈনান কধা কয়্।
বেশ-ভূষা দেখেও নারীকে চেনা যায়।

৫৩১. মেলাত্তুন্ যিদি যায়্ সিদি ঘর্।
নারী যেখানে যায় সেথাই তার ঘর।

৫৩২. মেলারে হ্াত্ দিলে জাত্ গেল্।
নারীকে হাত দিলে জাতও গেল।

৫৩৩. মেলায়্ চালে হাক্কে পায়্, মত্তে চালে সেরেত্তিন্ যায়্।
নারী চাইলে সহজে পায়, পুরুষ চাইলে ভেগে যায়।

৫৩৪. মেলায়্ বেলে ভএ পালে রাচারেয়্য গলাম্ বানান্।
নারীরা সুযোগে পেলে রাজাকেও গোলাম বানায়।

৫৩৫. মেলায়্ মরণ্ কালিশালত্, মত্তে মরণ্ ঝার্-বনত্।
নারীর মৃত্যু রান্নাঘরে, পুরুষের মৃত্যু বনে-জঙ্গলে।

৫৩৬. মেলায়্ রেইং কাইল্যে ভাদ রাত্ পড়ে।
নারী হুলোধ্বনি দিলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

৫৩৭. যম মুঅত্ পুলে দারুএ তাল্ ন মানে।
যমের মুখে পড়লে, তা সারানো কোন ওষুধ নেই।

৫৩৮. যা কামে তে ন পারে, কা গরু কন্না চরায়্?
যার কাজে সে পারে না, কার গরু কে চরায়? অর্থাৎ, নিজের কাজে সময় পায় পরের খোঁজ কে রাখে?

৫৩৯. যা ঘর খবর্ তে পায়্।
যার ঘরের খবর সেই ভালো জানে।

৫৪০. যা ঘরত্ তে রাচা।
যার ঘরে সে রাজা।

৫৪১. যা চিদা তার্ আহে।
যার চিন্তা তার আছে।

৫৪২. যা নুন্ খায়্ তা গুণ্ গা পড়ে।
যার নুন খায়, তার গুণ চিনতে হয়।

৫৪৩. যা পুনত্ ঘা, তে রোইন্ পুড়ি খা।
যার পোঁদে ঘা, সে রসুন পুড়ে খাও। তুলনীয় ঃ আপনার চরকায় তেল দাও।

৫৪৪. যা বাবরে কুমিরে খায়্, ঘিয়ুক্ দিহিলে তে ডরায়্।
যার বাপকে কুমিরে খায়, ঢেউ দেখলে সে ডরায়।

৫৪৫. যা বাবে ন চিনে ঘু পুচা, তা পআয় দেশর্ বড়ু অশা।
যার বাপে চিনে না মলম্ভপ, তার ছেলে হবে দেশের বড় নেতা?

৫৪৬. যা বাবে যি কাম্ গরে, তা পআয়্য সি কাম্ পারে।
পূর্বপুরুষের পেশা উত্তরপুরুষেরও ভালো দখল থাকে।

৫৪৭. যা বিয়ৈচত্ তা ঘা।
যার বিঘতে তার ঘা।

৫৪৮. যা ভালাইত্ তে বুশে।
যার মঙ্গল সেই বুঝে।

৫৪৯. যা মন খবর্ তে পায়্।
অথবা, **কা মনত্ কন্না শুম্যেদে?**
যার মনের খবর সেই ভালো জানে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

৫৫০. যাইদে নিজর্ ইচ্ছায়্, আইদে পরেয়া ইচ্ছায়্।
(অতিথি বলে) যেতে হয় নিজের ইচ্ছায়, আসতে হয় পরের ইচ্ছায়।

৫৫১. যাং ন যাং বেলে ন যাং ভালা, খাং ন খাং বেলে ন খাং ভালা।
দ্বি-মনা হয়ে কোথাও যাওয়া অনুচিত; দ্বি-মনা হয়ে কোন কিছু খাওয়া অনুচিত।

৫৫২. যাত্তুন্ আহে ধান্ তা কধান্ টান্, যাত্তুন্ আহে টেঞা তা কধান্ বেঞা।
যার আছে ধান, তার কথায় টান। যার আছে টাকা, তার কথা বাঁকা।

৫৫৩. যাবার্ পাদাল্যা খাবার্ ভুগ্, খায়্ ন পালে মনত্ দুখ্।
যাবার বেলায় খাবারের ভোগ, খেতে না পেলে মনে দুঃখ। অর্থাৎ, অতিথিকে যাবার বেলায়ও পরিবেশন করা উচিত। নয়তো গৃহস্থের পরিবেশন নিয়ে তাদের মনে অসন্তুষ্টি থাকতে পারে।

৫৫৪. যাবেত্ লড়ে সাবেত্ মরে।
অথবা, **লড়ানা বেলে মরানা সং।**
যত নড়ে তত মরে। অর্থাৎ, যাযাবর স্বভাবের লোকের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

৫৫৫. যারে গরর্ খেদেরা, তেয়্য তর্ বড়ু জন্।
যাকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেও গুণীজন হবার যোগ্যতা রাখে।

৫৫৬. যারে চাইদে চুঅ ফেচেরা তারে লায়ে নিত্য খেদেরা।
অথবা, **যারে চুএ ন মানে তা চলনান্ বেঞা।**
যাকে লাগে চোখের ময়লাতুল্য, তাকে সর্বদা লাগে তুচ্ছ।

৫৫৭. যারে চুএ ন মানে তা চলনান্ বেঞা।
যাকে চোখে মানে না, তার চলন বাঁকা। তুলনীয় ঃ যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

৫৫৮. যি কামত্ যারে জআয়্, সি কামান্ তারে তআয়্।
যে যেই কাজ করতে পারে, সেই কাজটিই তাকে কামনা করে।

৫৫৯. যি কামত্ যারে সাজে, বাড়া কামে লাধি মারে।
যার কর্ম তার সাজে, অন্য কাজে লাথি মারে।

৫৬০. যি কুড়াহ্বা বডা পাড়ে, সি কুড়াহ্বা আমর্ গরে বডা পাড়ানা কি দুখ্!
যে মুরগী ডিম পাড়ে, সেই মুরগীই জানে ডিম পাড়া কত কষ্টের।

৫৬১. যি কূরে ঘাগ্গায়্ সি কূরে ন কামাড়ায়্।
যে কুকুর বেশি ঘেঁউ ঘেঁউ করে, সে কুকুর কামড়ায় না।

৫৬২. যি কূর নিয়ুল্ বেঞা, চুমাত্ ভরালেয়্য বেঞা।
যে কুকুরের লেজ বাঁকা, চোঙায় নিলেও বাঁকা হয়।

৫৬৩. যি গরুএ দুধ্ দে, সি গরুখুন্ লাধিয়্য খা পড়ে।
অথবা, **যি গরুখুন্ দুধ্ খায়্ পায়্, সি গরুখুন্ লাধিয়্য খায়্ পারে।**
যে গরু দুধ দেয়, সেই গরুর লাথিও খেতে হয়। তুলনীয় ঃ পেটে খেলে পিঠে সয়।

৫৬৪. যি গরুখুন্ লাধি ন খায়্ সি গরুরে ন চিনে।
যে গরুর লাথি খাওয়া হয় না, সেই গরুকে চেনা যায় না। অর্থাৎ, বিপদে না পড়লে শত্রুকে চেনা যায় না।

৫৬৫. যি ঘরত্ মেলা নাই, সি ঘরত্ লুক্খি নাই।
অথবা, **মেলা নাই ঘরত্ লুক্খি নাই।**
যে ঘরে নারী নেই, সেই ঘরে লক্ষ্মীও নেই।

৫৬৬. যি দিনত্ সি কাল, উরিঙে চুমে বাঅ গাল্।
যেই দিনে সেই কাল, হরিণে চুমে বাঘের গাল। অর্থাৎ, যুগ অনুসারে সবই সম্ভব।

৫৬৭. যি দেশত্ সি রীতি।
যে দেশে যে রীতি।

৫৬৮. যি নঅ দি পার্ অয়্, সি নঅদক্ক লাধি মারা যায়্।
যে নৌকা দিয়ে পার হয়, সেই নৌকায়ও লাথি মারতে হয়।

৫৬৯. যি নঅত্ উদে সি নঅ পানি ঈসা পড়ে।
যেই নৌকায় চড়ে, সেই নৌকার পানির সেঁচতে হয়।

৫৭০. যি পুয়ত্ খায়্ সি পুয়ত্ আঁনা (আগানা) গম্ নয়্।
যে পাতে খাওয়া হয়, সেই পাতে মলত্যাগ করা উচিত নয়।

৫৭১. যি বাঅরে ডরায়্ সি বাঅরে লাক্ পায়্।
যেই বাঘকে ভয় হয়, সেই বাঘের সাথে সাক্ষাত হয়।

৫৭২. যি মাইঞ্জে উন্তর্ ডরায়্ তা পরানে বাঅল্লোই লাড়িহ্ গরে।
যে লোক ইঁদুর দেখে ভয় পায়, সেই কিনা বাঘের সাথে লড়াই করবে?

৫৭৩. যিদি মদ্-জুআ আহে সিদি মেলায়্য আহে,
যিদি মেলা আহে সিদি কধায়্য আহে।
যেখানে মদ-জুয়া আছে সেখানে নারীও আছে, যেখানে নারী আছে সেখানে কলঙ্কও আছে।

৫৭৪. যিবা উব ছ বসরে উব, যিবা নুব নব্বই বসরেয়্য নুব।
যে হবার ছয় বছরেই হবে, আর যে না হবার নব্বই বছরেও মানুষ হবে না।

৫৭৫. যিয়ত্ রাইত্, সিয়ত্ কাইত্।
যেখানে রাত, সেখানে কাত। অর্থাৎ ভবঘুরে।

৫৭৬. যে এক্গেদা চুর্ গরে ব্যাক্খুনে তারে চুখ্ পেদান্।
যে একবার চুরি করে তাকে সবাই সন্দেহ করে।

৫৭৭. যে কঁআ কুড়ে তেয়্য পানি খায়্ পায়্, পররেয়্য খাবায়্।
পানির কুয়া যে খনন করে, সেও জল পান করে, অন্যকেও করায়। অর্থাৎ, জ্ঞানীরা সর্বদা সকলের কল্যাণে কাজ করে থাকেন।

৫৭৮. যে কূর্ পাল্লায়্ তেয়্য কূরত্তুন্ কামড়ু খায়্।
অথবা, **সাপ গারালিয়্য সাবত্তুন্ ফুদাং খায়্।**
কুকুর পালন করে যে, সেও কুকুরের কামড় খায়। অথবা, সাপুড়েও সাপের ছোবলে মরে।

৫৭৯. যে খায়্ নুন্, তে চিনে গুণ্।
যে খায় নুন, সে চিনে গুণ। অর্থাৎ, নুন খেয়ে গুণ চেনা।

৫৮০. যে থায়্ রাএ, তা ভাক্কআ হ্াষে।
অভিমানী/ক্রোধান্ধ ব্যক্তির প্রাপ্যটুকুও হাত ছাড়া হয়।

৫৮১. যে ধায়্ তেয়্য ফপায়্, যে লড়ায়্ তেয়্য ফপায়্।
যে দৌড়ে পালায় সেও হাঁপায়, যে তার পশ্চাদ্ধামন করে সেও হাঁপায়।

৫৮২. যে ন খায়্ মদ্, তে ন চিনে স্বর্গ পধ্।
নেশাখোরের মতে- মদ খায় না যে, স্বর্গের পথ চিনে না সে। অর্থাৎ, নেশা পান না করলে শান্তি মেলে না।

৫৮৩. যে ন দেহে সাঁলক্, তেয়্য মারে বাঅ গপ্।
যে দেখেনি গিরগিটি, সেও করে বাঘের গল্প। অর্থাৎ, আষাঢ়ে গল্প।

৫৮৪. যে ফুল্ ঘিনে তেয়্য ফুল্ পিনে।
ফুলকে যে ঘৃণা করে, সেও কানে/চুলে ফুল গুজে।

৫৮৫. যে বেইত্ উচু, তে বেইত্ ঠএ।
সহজ-সরল লোকেরা বেশি পরিমাণে ঠকে।

৫৮৬. যে বেইত্ মাডে তে বেইত্ ফাসে।
যে বেশি বলে, সে বেশি ফাঁসে। অর্থাৎ, বাচালেরা বেশি পরিমাণে গোপনকথা ফাঁস করে।

৫৮৭. যে বেলে ডরায় চোর্ তা ঘর দঙারান্ ধূর্।
যে ডরায় চোর, তার ঘরের দরজা খোলা? অর্থাৎ, চোরকে ভয় পেলে যেমন ঘর-দুয়ার মেরামত করা জরুরী, তেমনি কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকেই সতর্ক হতে হয়।

৫৮৮. যে যিয়ান্ তআয়্ তে সিয়ান্ পায়্।
যে যা খুঁজে সে তাই পায়।

৫৮৯. যে সাধু হলায়্ তেয়্য তআয়্ শত্ নেক্।
যে সাধু সাজে সেও খুঁজে শত পতি।

৫৯০. রণ মুঅত্ গমেয়্য মরে।
রণের সামনে পড়লে উত্তম ব্যক্তিকেও মরতে হয়।

৫৯১. রাক্খআ মাইঙ্গুত্তুন্ গং দাদ।
রাগী মানুষ একরোখা।

৫৯২. রাগ্ ন চিনে মা-বাপ্।
রাগ (ক্রোধ) চিনে না মাতা-পিতা।

৫৯৩. রাচার্ কাম্ রাজনীতি, সংসার্ ধর্ম গিরিখি।
রাজায় করে রাজনীতি, সংসারীর ধর্ম গৃহস্থালী।

৫৯৪. রাদা কান্ নে কুড়িহ্ কান্, কায়া থাক্কে দুরত্ যান্।
রাতকানা নাকি দিনকানা যে কাছে [পাত্র/পাত্রী] থাকতে দূরে যায়? অর্থাৎ, বাড়ীর পাশে বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র/পাত্রী থাকতে দূরে কেন গমন করা?

৫৯৫. রাদা খোক্ পাদা খোক্ ভাদ ধক্ক্যা নয়্,
পরেয়া মা-বা হ্াজার্ গেদা মা মা ডায়িলেয়্য আমন মা ধক্ক্যা নয়্।
পরের মাকে যতই 'মা-মা' ডাকোনা কেন কখনো নিজের জন্মদাত্রীর মতো হয় না। জন্মদাত্রীর গুণ জগতে অতুলনীয়।

৫৯৬. রাদা নায়া দেশত্ কুড়িহ্য়ে ডাক্ কাড়ে।
মোরগ বিহীন দেশে মুরগী ডাক ছাড়ে। অর্থাৎ অনাচারে ভরা দেশে সকলে দেশের কর্তৃত্ব নিতে চায়।

৫৯৭. লাইচ্চান্ গেলেয়্য খদান্ থায়্।
লজ্জা গেলেও আফসোস থাকে। অর্থাৎ, অতিথি পরিবেশনা ও সহযোগিতা কমতির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, কোনমতে লজ্জা নিবারণ করলেও পিছে আফসোস কিংবা বদনাম লেগে থাকে।

৫৯৮. লাইত্ নাই যার্, দুনিয়া সংসারান্ তার্।
অথবা, **খেমতা আহে যার্, দুনিয়া সংসারান্ তার্।**
লজ্জা নাই যার, দুনিয়া সংসার তার। অথবা, ক্ষমতা আছে যার, দুনিয়া সংসার তার।

৫৯৯. লাঙ কিবা এক্দিন্, নেগ কিবা চিরদিন্।
প্রেমিকের ভালবাসা একদিন, আর স্বামীর ভালবাসা চিরদিন।

৬০০. লাঙত্ পুলে বুপ্ফআয়্য কধা কয়্।
প্রেমে পড়লে বোবাও কথা বলতে পারে।

৬০১. লাচুরা বান্তরত্তুন্ কমলে ভাত্?
অতি লাজুকের অন্নও জুটে না।

৬০২. লাধি-চআরত্ নাই লাইত্, তার্ নাং কবিরাইত্।
কিল-ঘুষিতে নাই লাজ, তার নাম কবিরাজ। অর্থাৎ আপনার পেশায় সাফল্য পেতে হলে আপনার মতই কাজ করে যেতে হবে।

৬০৩. লাভে লুআয়্য বয়্, অলাভে তুলায়্য ন বয়্।
লাভে লোহাও বহন করে, অলাভে তুলাও বহন করে না।

৬০৪. লুক্খি ঘরত্ ধন্ বরকত্।
যে ঘরে শান্তি-সম্প্রীতি বিদ্যমান সে ঘরে ধন-সম্পত্তি বরকত হয়।

৬০৫. লুদিত্ বাসিয়্য শিরা ছিনে।
লতায় আঘাতেও মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়।

৬০৬. লুর শুঅর্ চালত্ উদন্।
ঘেরায় বন্দী শুকর ঘরের চালে উঠে।

৬০৭. শামুক্ দি শামুক্ ভাঙা পড়ে।
শামুক দিয়ে শামুক ভাঙতে হয়। তুলনীয় ঃ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

৬০৮. শিয়াজ্যায়্ শিরা খায়্ ন পারে।
শিকারীরা শিকারকৃত প্রাণীর মাথা খেতে পারে না।

৬০৯. শুয়র ছ বাঘ উলে আদাম গরু-মৈত্ ন কুলায়্,
বাঅ ছ শুয়র্ উলে আদাম আলু-কচু ন কুলায়্।
শুকরের ছানা বাঘ হলে গ্রামের গরু-মহিষ কুলায় না, আবার বাঘের ছানা শুকর হলে গ্রামে আলু-কচু কুলায় না।

৬১০. শেয়াল্ কূরে মুলাং ভাইনা।
শিয়াল আর কুকুর মামা-ভাগ্নে।

৬১১. সইত্ সইত্ পালে হ্াড়ত্ খাং, দরঅ পালে কায়াঅ ন যাং।
নরম পেলে তার হাড্ডিও খাই, শক্ত পেলে তার দ্বারেও না যাই।

৬১২. সমাজ্যা মরা বেলে কূর্ মরা।
বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গেলে নিজেকেও বিসর্জন দিতে হয়।

৬১৩. সমে শক্কোরে কুচং ধান্, বুধে বিষুদে তুলং ধান্।
সোম ও শুক্রবারে রোপন এবং বুধ ও বৃহস্পতিবারে শস্য সংগ্রহ করা উত্তম।

৬১৪. সালাং গুরিবার্ আরি ন থালে ছেপ্পুদাবা উলেয়্য দেয়া পড়ে।
প্রণাম জানানোর উপায় না থাকলে আশীর্বাদটুকু হলেও দিতে হয়।

৬১৫. সালাম্ পাইদ গেলে নিজত্তুন্ আগে কিবা গরা পড়ে,
কিবা পাইদ গেলে নিজত্তুন্ আগে সালাম্ গরা পড়ে।
শ্রদ্ধা পেতে গেলে আগে নিজের থেকেই পরকে ভালোবাসতে হয়; ভালোবাসা পেতে গেলে আগে নিজের থেকেই পরকে শ্রদ্ধা দেখাতে হয়।

৬১৬. সিধা মাইঙ্গু মিধা রাগ্।
সহজ-সরল লোকের ক্রোধ বুঝা সহজ নয়।

৬১৭. সুএ থালে ভুদে কিলায়্।
সুখে থাকলে ভুতে কিলায়।

৬১৮. সুদা কুমত্ আবাইত্ বেইত্।
খালি কলসি বাজে বেশি।

৬১৯. সেদাম্ নাই বেডা, মুইন উরে তিন্ আদাম্, পানিত্ ভিসায়্ ভিসায়্ খানা।
সাধ্যহীন বেটার আবার পাহাড়ে তিন গ্রাম! তবে পানি ভিজিয়ে খাও। অর্থাৎ, সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছুই কল্যাণকর নয়।

৬২০. সেদাম্ নাই যার্ তিন্ মুগ্ তার্।
অকর্মার আবার তিন স্ত্রী!

৬২১. সেদাম্ নায়া মাইঙ্গুর্ কধায়্য বেইত্।
সামর্থ্য বিহীন লোকের কথাও বেশি।

৬২২. হ্াইচ্ছয়া যায়্দে ন বাসে, লেচ্ছান্ যায়্দে বাসে।
হাতি পেরোতে আটকায় না, তার লেজখানাই আটকে যায়।

৬২৩. হ্াইচ্চার্ দি কি চেমেলে?
হাতিয়ার দিয়ে কখনও মশকারী করা অনুচিত।

৬২৪. হ্াইট্ আলে গাইট্ তআ দুআদি।
হাতি এলে গাছ খোঁজার ধুম পড়ে। অর্থাৎ, সময়ে সাবধান না হলে বিপদকালে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হয়।

৬২৫. হ্াইট্ দি হ্াইট্ বানে।
হাতিই হাতিকে বন্দী করে। শত্রুকে দিয়ে শত্রুর ক্ষতি করা।

৬২৬. হ্াইট্ - মুলেয়্য লাখ্ টেঞা, বাচিলেয়্য লাখ্ টেঞা।
জ্যান্ত হাতির দাম লাখ টাকা, মরা হাতিও লাখ টাকা।

৬২৭. হ্াইদ মুঅখুন্ বাঅ মূ ডাঁঅর্।
হাতির মুখের চেয়ে বাঘের মুখ বড়।

৬২৮. হ্াইস ছ পানিত্ ভাসে, কুড়াহ্ ছ ডুবি মরে।
হাঁসের বাচ্চা হলে জলে ভাসবে, মুরগীর বাচ্চা হলে ডুবে মরবে।

৬২৯. হ্াইস দামত্তুন্ কাশিত্ দাম্ বেইত্।
হাতির চেয়ে হাতি বাঁধার দড়ির দাম বেশি।

৬৩০. হ্াইস পুনত্ কূরে ভুঁএ পারা।
হাতির পিছনে কুকুর ঘেঁউ ঘেঁউ করার সমতুল্য।

৬৩১. হ্াইস বডাত্ কুড়া উম্, পরেয়া কধাত্ নারং থুম্।
হাঁসের ডিমে মুরগীর তা, পরের কথায় দিশাহারা।

৬৩২. হ্াইস মরা কুলা ঢায়ি রাহায় ন পারে।
মৃত হাতি কখনো কুলা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।

৬৩৩. হ্াইসে খাবার্ জাহা চেগার্, ছাঅলে খাবার্ জাহা নাই।
হাতি খাদ্য খাওয়ার জায়গার অভাব নেই, ছাগলের ভোগের জায়গা নেই।

৬৩৪. হ্াইসে হ্াইসে দলাদলি, নল্-খাঁড়া গুরি।
অথবা, **হ্াইসে হ্াইসে দলাদলি, নল্-খাঁড়া গুরি।**
হাতিতে হাতিতে যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

৬৩৫. হ্াদ গুণে ফলন্ দোল্।
অথবা, **হ্াদ গুণে কাম্ দোল্, কাম গুণে ফলন্ দোল্।**
হাতের গুণে কাজ সুন্দর হয় আর কাজের গুণে ফলন ভালো হয়।

৬৩৬. হ্াদ পাঁইত্ আঁউল্ সমান্ নয়্।
হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না।

৬৩৭. হ্াদ মাইচ্ছআ গাদত্ গেলেহোই কি ফেরত্ পায়্দে নে?
হাতের মাছ গর্তে গেলে কি আর ফেরত পাওযা যায়?

৬৩৮. হ্াদত্ ন বাসে, গেয়াত্ বাসে।
অথবা, **মুঅত্ বেলে ন বাসে, গেয়াত্ কেনে বাসে?**
মুখে যখন আটকায় না, গায়ে কেন লাগবে?

৬৩৯. হ্াদিদে হ্াদিদে নিজ দ্বিয়ান্ টেঙ বাড়ি খান্।
হাঁটতে হাঁটতে আপনার দুটি পা-ও বাড়ি খায়।

৬৪০. হ্াদিলে চিনে নারী, মাডিলে চিনে পুরুইত্।
নারী চেনা যায় তার চলনে, পুরুষ চেনা যায় তার বচনে/কথায়।

৬৪১. হ্াল্ পালুনি দর্ ধুইল্লে মা ঘরত্ ঝিয়ে, ঝিয়্য ঘরত্ মা যায় ন পারে।
হাল পালানির ভারী বৃষ্টিতে মায়ের ঘরে মেয়ে, মেয়ের ঘরে মা বেড়াতে যেতে পারেনা।

৬৪২. হ্াল গরু চআয় খালেয়্য বয়ত্ পড়ে, বুইদা বুইদা খাবালেয়্য বয়ত্ পড়ে।
হালের গরু হাল দিলেও বয়স বাড়ে, বসিয়ে রাখলেও বয়স বাড়ে।

৬৪৩. হ্াল গরু ক্ষ-ঠিক্ দিলে ভসমান্।
হালের গরু ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তাকে নাড়াতে অনেকক্ষণ সময় লাগে।

৬৪৪. হ্াসিবার জআয়, কানিবার জআয়।
হাসিও পায়, আবার কান্নাও পায়।

৬৪৫. হ্াসিলেয়্য এয়াপরা, কানিলেয়্য এয়াপরা।
হাসলেও অপরিমেয়, কাঁদলেও অপরিমেয়।

৬৪৬. হ্াসিলেয়্য দৈত্, কানিলেয়্য দৈত্।
অথবা, **হ্াসিলেয়্য কয় কেভায় হ্াসত্তে? কানিলেয়্য কয় কেভায় কানত্তে?**
হাসলে বলে হাসছো কেন? কাঁদলে বলে কাঁদছো কেন? (উভয় সঙ্কট)

৬৪৭. হ্াসিয়ে রুচিয়ে লেবাবা, নিধিয়ে পুধিয়ে বুড়াবা।
হাসি-খুশিতে শিশু আর নীতি-জ্ঞানে বুড়ো। এগুলো তাদের স্বভাবজাত ধর্ম।

৬৪৮. হ্িসাব গরু বাএ খায়।
হিসাবের গরু বাঘে খায়। অর্থাৎ, অধিক আড়ম্বরে কাজ হয় না।

৬৪৯. হ্েমানে চিনে হ্েমানরে, মাইঞ্ছে চিনে মাইঞ্ছরে।
পশু চিনে পশুকে, মানুষ চিনে মানুষকে। তুলনীয় ঃ রতনে রতন চেনে।

৬৫০. ক্ষ গরুত্তুন্ লাধি ডাঁঅর্।
থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গরু খুব জোরে লাথি মেরে থাকে। নীরব স্বভাবসম্পন্ন লোকের আঘাত খুবই ভয়ঙ্কর।

পরিশিষ্ট

যে কোন ভাষার একেকটি প্রবাদ উৎপত্তির পিছনে একেকটি রূপকথা বা কিংবদন্তী বা উপকথা প্রচলিত থাকে। কিছু কিছু প্রবাদের বেলায় এরূপ অনেক কাহিনী আমরা পেয়ে থাকি। আবার অনেক প্রবাদের উৎপত্তির কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আসুন এবার তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ উৎপত্তিমূলক কিছু রূপকথা বা উপকথা বা কিংবদন্তী ও কারণ জেনে নিই।

প্রবাদ নং-২৫ ঃ আদিং চালাগে ইচা কবালত্ ঘু।

পূর্বকালে চিংড়িরাজ নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে জাহির করতো। তার এই অহঙ্কার দেখে ভগবান বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে নিজের বুদ্ধির জোরে নিজের মল কে কোথায় রাখো দেখি! তোমার এই কার্য দেখে বুঝতে পারবো তুমি কত বুদ্ধিমান!'

ভগবানের এই পরীক্ষার প্রমাণ দিতে গিয়ে চিংড়ি চিন্তা করলো, 'পেটে রাখলে সবাই খুব সহজে খুঁজে পাবে। হাত-পায়েও রাখার জায়গা নেই। মুখের ভিতর রাখলেও কারও সাথে কথা বলাই যাবে না, পাছে দুর্গন্ধ বের হয়। সুতরাং আমি মাথায় রাখবো যাতে কেউ সন্দেহও না করতে পারে।'

যেই ভাবা সেই কাজ। চিংড়ি তার মলটি মাথায় লুকিয়ে রাখলো। চিংড়ির এমন কাণ্ড দেখে লোকেরা হাসাহাসি শুরু করলো, 'চিংড়ির মাথায় মগজ নেই, আছে শুধু মল।'

মানুষ যখন বোকার মতো কোন কাজ করে, তখন চিংড়ির কাজের সাথে তুলনা করে তার এই নির্বুদ্ধিতাকে তিরস্কার করতে গিয়ে তঞ্চঙ্গ্যারা এই প্রবাদটি আওড়িয়ে থাকে।

প্রবাদ নং-৮১ ঃ ওইত্ গরেদে গঙদত্ ঊম কুড়াহ্ ঘুঅ মিধা ধক্ লাএ।

প্রাচীনকালে বরই-মা ও বরই-বাপ নামে এক দম্পতি বাস করতো। বরই-মা ছিল অতি সরল। এক সময় তার মিঠাই খাওয়ার বাসনা জাগলো। সে প্রতিবার বরই-বাপ বাজারে গেলে মিঠাই এনে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতো। কিন্তু বরই-বাপ তার কথায় পাত্তা দিতো না। একদিন বরই-বাপ বাজারে গেলে সে জুমক্ষেতে চলে যায়। তাদের বাড়িতে একটি ডিমে তা রত মুরগী ছিলো। সেদিন মুরগীটি দুপুরে খাদ্যের খোঁজে বাসা থেকে নামার পর দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ঘরের সিঁড়িতে মলত্যাগ করে চলে যায়। ভরদুপুরে জুমক্ষেত থেকে ফিরে বরই-মা ঘরের সিঁড়িতে সেই মলস্তুপটি দেখে 'মিঠাই' ভেবে বসে। সে বরই-বাপকে গালি দিতে দিতে বলে- 'আ বরই-বাপ্পয়া কি সিরিক্ক্যা? মত্তুন্ মিরা ওগ্গেয়েত্তে থায় ন পাঅঙত্। তে আইন্যেরে মিরানো ফেরাই ফেরাই গিয়ে।' (আহা! বরই-বাপটা এমন কেন? আমার মিঠাই খাওয়ার তীব্র বাসনায় থাকতে পারছি না। সে নিয়ে আসা মিঠাইও স্থানে স্থানে ফেলে গেছে)। এই কথা বলে সে হাতের তর্জনী বাঁকিয়ে ঐ নরম মলটি তুলে নিয়ে ছটফট খেয়ে ফেলে। আর খাওয়ার পরে বলে, 'মুইরো মনে গুয়্যংগে মিরা! আ ক্যা কুআ ঘু!' (আমি মনে করেছিলাম মিঠাই! এতো দেখি মুরগীর মল!) তখন থেকে প্রবাদের উৎপত্তি ঘটে 'ওইত্ গরেদে গঙদত্ ঊম কুড়াহ্ ঘুঅ মিধা ধক্ লাএ'।

প্রবাদ নং- ১২৯ ঃ কুলিন্দ্র-ব ভেড়া এহ্‌রা খা যানা।

'অনেক দিন আগে কুলিন্দ্র বাপ নামে এক তঞ্চঙ্গ্যা বসবাস করতো। সেই কুলিন্দ্র বাপ একটু আলস্যপরায়ন। যেখানে যাক, যে কাজই করুক সে সব সময় দেরীতে করতো। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তাই কেউ তার অপেক্ষায় থাকতে চাইতো না। বলতো, এই তো আসবে। কিন্তু কখন আসবে কোন ঠিক নেই। তার চেয়ে বরং আমরা কাজ সেরে ফেলি।'

একদিন গ্রামের কোন একব্যক্তি ভেড়া কাটবে বলে তাকে নিমন্ত্রণ করলো। নিমন্ত্রিত অতিথিরাও সবাই এসে হাজির। কিন্তু কুলিন্দ্র বাপের তখনো দেখা নেই। অতপর তারা খাবারের কাজ সেরে ফেললো। তরকারিও এতো মজার হয়েছিল যে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা তা খেয়ে শেষ করলো। সবার খাওয়া শেষ হলে কুলিন্দ্র বাপ এসে হাজির। কিন্তু পাতিলে দেখা গেল, সেখানে ভেড়ার মাংস বিন্দু পরিমাণও নেই। তখন থেকেই কেউ শুভ কাজে দেরী করে ফেললে বলে, 'কুলিন্দ্র-ব ভেড়া এহ্‌রা খা যানা'।

প্রবাদ নং- ১৪৫ ঃ খাং ন খাং ভুলাং মা, আধ্ সের্ চোলো ভাত্ খাং।

'অতীতকালে ভুলাং মা নামে এক নারী বাস করতেন। লোকেরা সবাই তাকে পেটুক বলেই জানত। পেটভর্তি থাকলেও সে আধেক সের চাউলের ভাত খেয়ে ফেলত। তঞ্চঙ্গ্যাগণ প্রাচীনকাল থেকে আপ্যায়নে আন্তরিক। ভরাপেটে কেউ বেড়াতে গেলেও তাই কাউকে আপ্যায়নে জোরাজুরি করা তাদের স্বভাব। ভুলাং মাকেও লোকেরা তাই করত। সে বাড়িতে খেয়ে আসায় 'খাবো না, খাবো না' করতো। কিন্তু দেখা যেত সে এই 'খাবো না খাবো না' করতে করতেই আধ সের চাউলের ভাত খেয়ে শেষ করতো। ভুলাং মা'র এমন কাণ্ড দেখে 'খাং ন খাং ভুলাং মা, আধ সের চোল' ভাত খাং' প্রবাদটির উৎপত্তি। ক্ষুধামন্দ থাকা সত্ত্বেও লোকে যখন একটু বেশি খেয়ে ফেলে তখন এই প্রবাদটি আওড়িয়ে থাকে।

প্রবাদ নং-১৬৬ ঃ খেয়াং মুরুঙে লাক্ পা-পি অনা।

খিয়াং ও মুরং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী দুই প্রাচীন জাতি। এদের ভাষা তিবেতো-বর্মন হলেও তারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে অক্ষম। অতীতে তাই একের সাথে যখন অন্যজনের সাক্ষাত হতো, তখন তারা শুধু যার ভাষা সেই বলে যেতো, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হতো না। বর্তমানে এই ঘটনাটি প্রবাদের রূপ লাভ করেছে। এখনো লোকে যখন একে অন্যের ভাষা বোঝাবুঝি হয় না, তখন এই প্রবাদটি আওড়ায়।

প্রবাদ নং-১৭৫ ঃ গাইছ উবুরে গুই, খুড়া ভাত্ খায় যা তুই।

অতীতকালে এক বৃদ্ধ শিকারী বাস করতো। সে ছিল তুলনামূলক বেশি লোভী। একা একা শিকার করতো কিন্তু কাউকে অংশীদার করতো না। একদিন উঁচু গাছের ডালে সে গোসাপ একটি দেখলো। অতপর দীর্ঘ সময় গোসাপকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হলো। লোকেরা যে আসে জিজ্ঞেস করে, 'কি করেন কাকা?'

সে কিছু না বলে এড়িয়ে যায়। লোকেরা জানত গাছে একটা গোসাপ আছে। বৃদ্ধ লোকটির পক্ষে সেই গোসাপকে একা ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি তাদের অংশীদার করতে নারাজ। এদিকে বেলা গড়িয়ে যায়। লোকেরা তাকে দেখে আর বলে, 'কাকা, গাছের আগায় গোসাপ। এসো ভাত খেয়ে যাও।' তখন থেকে এটি প্রবাদের রূপ লাভ করে। কোন কাজের দুরাশা জাগলে লোকে এখন বলাবলি করে 'গাইছ উবুরে গুই, খুড়া ভাত খায় যা তুই'।

প্রবাদ নং-২৩২ ঃ চেঞোদি চেঞোদে, তা ঝিবা ধায় যায়।

অতীতে চেঞোদি নামে এক রমনী ছিল। সে ছিল একটু অহঙ্কারী প্রকৃতির। ঘরে ছেয়ানা মেয়ে থাকলেও সে কাউকে কন্যা সম্প্রদান করতে চাইতো না। এদিকে কন্যারা সব বুড়ো হবার উপক্রম। তার কোন এক যুবতী মেয়ে গ্রামের অন্য এক ছেলের প্রেমে পড়ে। একদিকে তার মা তাকে বিয়ে দিতে রাজি নয়, অপর দিকে তাদের প্রেমের জোর খুব বেশি। সুতরাং, সে পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় চেঞোদি গরু-ছাগল বাঁধতে ব্যস্ত। ঠিক তখনি মেয়ের প্রেমিক পুরুষ তাকে নিয়ে যেতে হাজির হয়। তা দেখে চেঞোদি তো পাগলপ্রায়। সে সুযোগে কন্যা তার সামনে থেকে প্রেমিকের হাত ধরে কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরিয়ে যায়। তা দেখে চেঞোদি কাঁদতে থাকে 'মাগো, মা, যেও না। আমাকে ফেলে যেও না।' অপরদিকে তার নাকে-মুখে সিঁকনিতে একাকার। সে একবার নাকের সিঁকনি 'চেঁৎ' করে টানে আর ঐ একই কথা বলে। তা দেখে বরের সাথে যাওয়া যুবকদের হাসির রোল পড়ে যায়। পরে এ ঘটনা গ্রামে লোকের মুখে মুখে রটে যায় 'চেঞোদি চেঞোদে, তা ঝিবা ধায় যায়।'

প্রবাদ নং-২৫৫ ঃ জুক্যা নুন্ মাআ দিলে অক্থ মুতিন্ পায়্দে নে?

অতীতকালে জুক্যা নামে এক বোবা ছিল। বোবা হওয়ার কারণে সে কাউকে ঠিকমতো মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো না। একদিন তার মা তাকে পরের বাড়িতে লবণ আনতে পাঠালো। কিন্তু কথা বলতে না পারায় সে এই কথাটি ঐ বাড়ির কাউকে বলতে পারলো না। শুধু কখনো কেউ এসে লবণ দেবে এই অপেক্ষায় ঘরের দুয়ারের পাশে গিয়ে বসে বসে আধবেলা সময় কাটালো। ঐ ঘরের লোকেরা বুঝতেই পারলো না যে, জুক্যা কিছু চাইতে গেছে কিংবা তাকে কী দিতে হবে! অগত্য খালি হাতেই সে বাড়ি ফিরে গেলো। সুতরাং কোন কিছু অস্পষ্টভাবে কেউ বললে বা মনে মনে চাইলে লোকেরা জুক্যার লবণ চাওয়ার সাথে তুলনা করে বলে- 'মনে মনে জুক্যার নুন মাআ দিলে উবদে নে? কি মাঅইত পত্থরে ফরক গুরি কনা! (জুক্যার মতো মনে মনে চাইলে হবে নাকি? কী চাও স্পষ্ট করে বলোনা!)

প্রবাদ নং-২৯৮ ঃ দিন ঝড়ত্ খের্ বাড়ে, রাইদ ঝড়ত্ খেত্ বাড়ে।

এটি অন্ধবিশ্বাস নয়। কারণ, দিনের বৃষ্টিতে লোকেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করতে পারে না। ফলে ক্ষেতের আগাছাগুলো বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়। রাতের বৃষ্টিতে লোকেরা ক্ষেত-খামার পরিচর্যার যথেষ্ট সময় পেয়ে থাকে। ফলে ফলনও বৃদ্ধি পায়।

প্রবাদ নং-৩৪৬ ঃ নিতিন্যারে গম্ গুইত্তে চালুং গম্ নুল।

অতীতকালে নিতিন্যা নামে এক আলস্যপরায়ণ যুবক বাস করতো। অলস হলেও সে ছিল খুবই সচ্চরিত্রের অধিকারী। অলসতার কারণে তাকে কেউ কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি ছিল না। পিতা-মাতা, ভাই-বোন বিহীন অবস্থায় সে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছিল। তার এ দুরবস্থা দেখে ধনদেবী লক্ষ্মীর খুব দয়া হলো। একদিন লক্ষ্মী সুন্দর যুবতীর বেশ ধরে নিতিন্যারে ঘরে গিয়ে উঠলো এবং তাকে বিয়ের অনুরোধ করলো। বিয়ের পর নিতিন্যাকে কর্মঠ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলো। তাদের দিন খুব সুখেই যাচ্ছিল। এক সময় তারা একটি বড় জুম কাটলো। তাতে হরেক রকমের শাক-সবজির বীজ ছিটালো। জুমের ধান পাকলে ধান কাটাও শুরু করলো। দেখা গেল যে, সেই ধানি জুমের একদিকে কেটে যেতে যেতে আরেক দিকে ধান গাছে ধানের শীর্ষ বের হয় আবার ধান কাটার সময় হয়ে যেত। এদিকে নিতিন্যা অলস প্রকৃতির, আরেক দিকে ছয়মাস কেটেও জুমের ধান কাটা শেষ হলো না। এমন পরিস্থিতিতে সে যারপরনাই বিরক্ত হয়ে গেল। তখন রাগে-ক্ষোভে সে কাঁচি দিয়ে ধানের শীষে যাচ্ছেতাই আঘাত করলো। রাতে ঘরে ফিরে দেখে তার পত্নী কাপড় মুড়ি দিয়ে কাঁপছে আর আবোল তাবোল কি যেন বকছে। নিতিন্যা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে?' তার পত্নী জবাব দেয়, 'তোমাকে ভালো করতে চাইলাম, কাজ হলো না।' নিতিন্যা আবার জিজ্ঞেস করে, 'আমি আবার কি করলাম?' পত্নী জবাবে বলে, 'দেখো, তুমি আমাকে কেমন মেরেছ?'

প্রবাদ নং-৪৫৫ ঃ বৈধ্ বাজ্যা মরা লুক্খি ছাড়া।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বুধবারে মৃতদেহ সৎকারের বিধান নেই। কারণ, এই দিনে (বুধবার) তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ গৌতম পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণকে তারা অভিশাপ হিসেবে গণ্য করে থাকে। বলা হয়ে থাকে, 'বুধবার একটি অপবিত্র দিন। সুতরাং এই দিনে মৃতদেহ সৎকার করা অনুচিত।'

এই কথাও প্রচলিত আছে যে, 'বুধবারের দিন ভগবান বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ দিবস। এটি খুবই পবিত্র একটি দিন। সুতরাং, ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রেখে এই দিনে মৃতদেহ সৎকার করা উচিত নয়।'

দিবসটিকে পবিত্র বা অপবিত্র যাই বলা হোক না কেন, মূলত ভগবান বুদ্ধের মহা পরিনির্বাণ দিবসকে সপ্তাহের বাকি ছয়টি দিবস থেকে আলাদা করে রাখতে গিয়ে তারা বুধবারে মৃতদেহ সৎকার করা থেকে বিরত থাকে।

প্রবাদ নং-৪৭৫ ঃ ভালুক্যা তআয় নাক্, বাক্খ্যা তআয় এহ্রা।

প্রাচীন তঞ্চঙ্গ্যারা বিশ্বাস করে- পুরাকালে মানুষ, বাঘ ও ভাল্লুকের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তারা একসাথে শিকার করে ভাগাভাগি করে খেতো। তখন মানুষ ঘর-বাড়ি বাঁধতে পারতো না বিধায় গাছের ডালে ভাল্লুকের সাথে এবং গাছের নিচে বাঘ ঘুমাতো। একদিন মাঝরাতে মনুষ্যটির ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলো ভাল্লুকটির ঠিক নিচে বাঘটি ঘুমাচ্ছে। বাঘ ও ভাল্লুক দু'জনেই ঘুমে অচেতন। মনুষ্যটির মনে এক শয়তানি এসে গেলো। সে বাঘ ও ভাল্লুকের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির এক ফন্দি আঁটলো। ফন্দি মোতাবেক মনুষ্যটি ভাল্লুককে জোরসে দিলো এক লাথি। ফলে ভাল্লুকটি গাছ থেকে সোজা বাঘের উপর পড়ে যায়। গাছের নিচে বাঘ ও ভাল্লুকের ভীষণ লড়াই হয়। সেই সুযোগে মনুষ্যটি পালিয়ে যায়। যুদ্ধে বাঘ ও ভাল্লুকের সন্ধি হয় তাদের শত্রুতা সৃষ্টিকারী মনুষ্যটিকে তারা উপযুক্ত শাস্তি দেবে। সন্ধি মোতাবেক তখন থেকে বাঘ খুঁজে মানুষের মাংস আর ভাল্লুক খুঁজে শুধু ঠোঁট ও নাক।

প্রবাদ নং-৫৩৫ ঃ মেলায় রেইং কাইল্যে ভাদ রাত্ পড়ে।

জুমিয়া সংসারে অভাব-অনটন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু মানুষমাত্র আনন্দপ্রিয়। আবাল-বৃদ্ধ সকলে সুখ নামক সোনার হরিণের পিছনে ধাবমান। পাশাপাশি বিপরীত লিঙ্গের সন্ধানেও সে সর্বদা ব্যাপৃত থাকে। নারীদের মধ্যে যুবতী নারী অধিক আনন্দোচ্ছল। সে হুলোধ্বনি দিলে কত যুবক যে সেখানে এসে হাজির হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। যে কারণেই হোক, পরের বাড়িতে গেলে যে কেউ মেহমান হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং যুবতীর টানে তার বাড়িতেও যুবক মেহমানের অভাব হয়না। ফলে তাকে বিবাহ না দেয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় গৃহস্থ (যুবতীর পিতা)কে অতিথি আপ্যায়নে অতিরিক্ত ধন ব্যয় করতে হয়। আবার, সামাজিক নানান বিধি নিষেধের কারণে তাকে নানান হয়রানির সম্মুখীনও হতে হয়। তাতেও তার সম্পদের অপচয় ঘটে। এ অবস্থায় তার সংসারে অভাব-অনটনও বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে নারীদের বিশেষ করে যুবতী নারীদের হুলোধ্বনি দেয়াটা প্রবীন তঞ্চঙ্গ্যাগণ পছন্দ করেন না।

প্রবাদ নং-৫৪৬ ঃ যা বিয়ৈচত্ তা ঘা।

প্রাচীনকালে হাতি ও মাছির মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তারা সুখে-দুঃখে একে অপরের সাথী ছিল। তখন হাতির পিঠে করে মাছি বনে-বাদারে ঘুরে বেড়াতো। একদিন হাতিটি এক গুরুতর আঘাত পেলো। হাতির পায়ের নিচে ইয়া বড় এক গাছের গুঁড়ি আটকে তার এক বিঘত পরিমাণ ঘা হলো। তাতে হাতিটি ব্যথায় ছটফট করতে থাকলো। মাছিটি হাতিকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছিল না। উপায় না দেখে সেও একটা পা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো বন্ধু, আমার পায়েও এক বিঘত ঘা হয়েছে!' মাছির কথা শুনে হাতি ব্যথা ভুলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল আর বলছিল, 'এই টুকুন মাছি, তার আবার এক বিঘত ঘা!'

মাছি অভিমানের সুরে বলল, 'হতে পারে আমি খুবই ছোট। কিন্তু আমারও ঘা হয়েছে। বন্ধু , যার বিঘতে তার ঘা।'

তথ্যপঞ্জি

১. তঞ্চঙ্গ্যা, যোগেশ চন্দ্র। তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি। বান্দরবান। ১৯৮৫।

২. তঞ্চঙ্গ্যা, বীর কুমার। তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি। বান্দরবান। ১৯৯৫।

৩. সিদ্দিকী, ডক্টর আশরাফ। লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)। ঢাকা। পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৫।

৪. তঞ্চঙ্গ্যা, রতিকান্ত। তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। রাঙ্গামাটি। ২০০০।

৫. ভট্টাচার্য, ডক্টর আশুতোষ। বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ ২০০৫।

৬. দেওয়ান, বিরাজ মোহন। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত। রাঙ্গামাটি। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫।

৭. ফরিদ, শাওন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য। হিলি সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, রাঙ্গামাটি। ২০০৬।

৮. শর্মা, অধ্যাপক নন্দলাল। চাকমা প্রবাদ। ঢাকা। ২০০৭।

৯. আরাকান উত্তর অঞ্চলের সাক অধিবাসীগণ। মং মং চাক অনূদিত। বান্দরবান। ২০১৩।

১০. তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি, সম্পাদনায়। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা শিক্ষা। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। ২০১৩।

১১. তঞ্চঙ্গ্যা, সত্য বিকাশ। পহর জাঙাল (১১তম সংখ্যা)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৬।

১২. তঞ্চঙ্গ্যা, সুবাস। চালৈন (৪র্থ সংখ্যা)। রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ। ২০১৬।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, উদয়। প্রবাদ বাগধারার পশ্চাদ্‌পট। পরবাস (সংখ্যা-৫৬)। অনলাইন ভিত্তিক প্রকাশনা।

১৪. www.utacf.org

১৫. www.myanmarburma.com

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

এক নজরে লেখক পরিচিতি

নাম ঃ চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

পিতা ঃ কালন জয় তঞ্চঙ্গ্যা

মাতা ঃ রাধিক্ষু তঞ্চঙ্গ্যা

জন্ম ঃ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

জন্মস্থান ঃ উত্তর দেবতাছড়ি, ১০০নং ওয়াগ্গা মৌজা, রাঙ্গামাটি।

স্ত্রী ঃ সুমনা তঞ্চঙ্গ্যা (বিবাহ ঃ ২২ মে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ)।

কন্যা ঃ সন্ধ্যামণি তঞ্চঙ্গ্যা (জন্ম ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

কর্মজীবন ঃ সহকারি শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।

প্রথম কবিতা ঃ বর মাঅং (২০০৩); প্রকাশ ঃ পহ্র জাঙাল, সম্পাদনায়ঃ পলাশ তনচংগ্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঃ পাত্তুরু তুরু (২০১৪); প্রকাশনায় ঃ ইউটিএসিএফ।

প্রথম প্রবন্ধ ঃ তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কৃষ্টি ঃ বিষু (আদি ও আধুনিক জীবন) (২০১৫), তৈনগাঙ, সম্পাদনয়া ঃ অছ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ঢাকা অঞ্চল।

প্রথম রচিত গান ঃ ন বুশত্তে তুই মেরে (২০১৫)। এটি 'আওচর গীত-২' নামক এ্যালাবামভুক্ত একটি গান।

প্রথম ছোটগল্প ঃ মিসুলুক (২০১৬); প্রকাশ ঃ চালৈন, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

প্রথম সনেট ঃ 'হ্যাশাসরা' ও 'রানিপিদি' নামক দুটি সনেট (২০১৬)। প্রকাশ ঃ পহ্র জাঙাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদ (২০১৭); প্রকাশনায় ঃ সুমনা তঞ্চঙ্গ্যা।